

ন্যূনতম পেনশন বাড়ল ইপিএফে

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিমের অধীনে পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর! অবশেষে ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধি নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপের পথে ইপিএফও। ১৯ নভেম্বর ওজরাতের গিরে ইপিএফওর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের ২৪০তম বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে পেনশন বৃদ্ধির প্রস্তাব আলোচনায় আসতে পারে বলে দাবি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের। শোনা যাচ্ছে, ন্যূনতম পেনশনের অঙ্কটা একধাক্কায় সাড়ে সাত গুণ বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। চলতি বছরের শুরুতেই ইপিএফও পরিচালিত কর্মচারী পেনশন স্কিমের অধীনে ন্যূনতম মাসিক পেনশন বাড়িয়ে ৭,৫০০ টাকা করার সুপারিশ করেছে অ্রম সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি। এই মুহূর্তে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ মাত্র ১ হাজার টাকা। সংসদীয় কমিটির মতে মৌলিক চাহিদা মেটাতে ১,০০০ টাকা পর্যাপ্ত নয়। যা বাড়িয়ে ৯ হাজার টাকা করার দাবি উঠেছিল। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ন্যূনতম পেনশন ৭, ৫০০ টাকা করা হতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল এবারের বাজেটে।

অগ্নিদগ্ধ পড়ুয়া



নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: দিল্লিতে স্কুলের মধ্যে রহস্যজনক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। শনিবার তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় কৃষ্ণ নগরের একটি স্কুল থেকে। নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরের পিছনে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, স্কুলে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় একটি দল। ঘটনাস্থল ও নিহতের ব্যাগ থেকে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় বিষায়ক এই ঘটনায় দৃষ্ট প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, এটি আত্মহত্যা।

শক্তি বাড়াচ্ছে ‘অর্ণব’, ভিজবে বাংলাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূজোর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দুর্ঘ্যোগের মেঘ ঘনাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ক্রমেই শক্তি বাড়িয়ে ঘনীভূত হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সমস্ত অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকলে এই সিস্টেমটি শক্তি সঞ্চয় করে সোমবারের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। বঙ্গোপসাগরে এই ঝড় তৈরি হলে তাঁর নাম হবে ‘অর্ণব’। এই নামটি প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ। যদিও এই ঘূর্ণিঝড় সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম, তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, পূর্ব-মধ্য এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করছে। এর সঙ্গে থাকা ঘূর্ণাবর্তটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫.৮ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থান করছে। আবহাওবিদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে রবিবার নাগাদ গভীর থেকে



অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর সোমবারের মধ্যে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে আরও উত্তর অঙ্গপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রের টলার ও মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে নিম্নচাপ ও সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের জেরে সমুদ্র উত্তাল হতে শুরু করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রবিবার গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে তা বেড়ে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ায় ৭০ কিলোমিটারে পৌঁছতে পারে।

সোমবার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সাগরের উপর বাতাসের বেগ দাঁড়াতে পারে ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ায় ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রের টলার ও মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। মঙ্গলবার উপকূলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। যা পরে বেড়ে ৬০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। ফলে আগামী মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি আছড়ি বাংলায় না পড়লেও, এর ব্যাপক পরোক্ষ প্রভাব পড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টি হবে। কলকাতা ও হাওড়া-সহ বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে আবহাওয়া বদলাতে শুরু করবে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হাওয়ার দাপট থাকবে। এরপর বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়খামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো। এই জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। আর বৃহস্পতিবারে বৃষ্টির পরিধি ও তীব্রতা আরও বাড়বে।

পুলিশের শূন্যপদ পূরণে তৎপর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পুলিশের অনুমোদিত পদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এখনও শূন্য। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০১। তার মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৭৪ জন। ফলে শূন্যপদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার ৯২৭, যা মোট অনুমোদিত পদের প্রায় ৩৬.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা ও পুলিশের



অনুপাতের নিরিখেও এই ঘাটতি স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতেই পুলিশে দ্রুত নিয়োগের উপর জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। দুর্গাপূজোর আগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১১ হাজার নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আগামী দু’বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় পুলিশের সংখ্যা জাতীয় গড়ের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বর্তমান হারকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাঁর দাবি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় পুলিশ রয়েছেন ১০৫ জন। জাতীয় গড় ১৫৫ এবং উত্তরপ্রদেশে প্রায় ২০০।

-বিস্তারিত ২-এর পাতায়

পঞ্চওনদের ভোটযুদ্ধে জোটের বার্তা পদ্মের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: দিন কয়েক আগে পর্যন্ত পঞ্জাবের বিজেপি নেতারা বলছিলেন, রাজ্যের ১১৭ আসনে একাই লড়বে বিজেপি। একার ক্ষমতাতেই পঞ্জাবের তখত দখল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ভোটের মাত্র মাস পাঁচকে আগে সেই অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এল বিজেপি। খোদ স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একপ্রকার স্পষ্টই করে দিলেন, পঞ্জাব দখলে অন্য শরিকদেরও সঙ্গে চায় গেল্ফা শিবির। দিল্লিতে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ বলেন, এবার পঞ্জাবে সরকার গড়বে ‘এনডিএ’। যার অর্থ, বিজেপি একা নয়, শরিকদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় গেল্ফা শিবির।

বাংলার পর পঞ্জাব দখলেই যে পাথির চোখ বিজেপির, সেটা বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরই স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসলে দিল্লির খুব কাছে আবার সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় কৌশলগতভাবে পঞ্জাব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে অকালি বিজেপির স্বাভাবিক মিত্র। বিজেপি সে রাজ্যে শহরাঞ্চল এবং হিন্দু ভোটারদের টার্গেট করে। আর অকালিদের সংগঠন গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী। তাছাড়া জাট- শিখদের মধ্যেও অকালিদের প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া পঞ্জাবে অকালি-বিজেপির

দু’বছরেই নতুন জেলা সুন্দরবন

উন্নয়নে মাস্টারস্ট্রোক শুভেন্দুর

দেবাশিস দে • কাকদ্বীপ

একদিকে আগামী দুই বছরের মধ্যে সুন্দরবনকে পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার ঐতিহাসিক রূপরেখা, অন্যদিকে কলকাতার প্রশাসনিক খোলস ভেঙে দপ্তরকে সরাসরি এই মাটিতেই নামিয়ে আনা; শনিবার কাকদ্বীপের মঞ্চ থেকে বড়সড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মাস্টারস্ট্রোক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ আকাশপথে তিনি যখন কাকদ্বীপের প্রশাসনিক সভা ও জনসভায় পৌঁছন, তখন মাঠজুড়ে উপচে পড়া ভিড় এবং মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মঞ্চ থেকেই সুন্দরবনবাসীর জন্য দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে সুন্দরবন পৃথক জেলা হিসেবে পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করবে এবং সেই ঐতিহাসিক প্রশাসনিক যাত্রার সূচনা হবে এই কাকদ্বীপের মাটি থেকেই।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহকুমাকে ভেঙে নতুন জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণাও করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। শনিবার কাকদ্বীপ স্টেডিয়ামে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জনপরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন তিনি। সমস্ত দ্বীপকে এক করে একটি ‘সুন্দরবন মেডেল’ গড়ে তোলার রূপরেখাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে কাকদ্বীপ মহকুমার অধীনে রয়েছে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও সাগর, এই চারটি ব্লক। প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও নিখুঁত ও সহজলভ্য করতে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলকে পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানোর কথা জানান শুভেন্দু। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এটাও জানাতে ভোলেননি,



প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগলেও কাকদ্বীপকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুন্দরবনের দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নতির মাধ্যমেই এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে বলে জানান তিনি।

শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মতো সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সমস্ত অফিসও অবিলম্বে কলকাতা থেকে সরিয়ে কাকদ্বীপে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এবং এলাকার কংক্রিটের বাঁধ, ভাসমান জেট ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য চলতি বছরের আট মাসের জন্য একলাফে ১২০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তাঁর তোপ, অতীতে বরাদ্দ ৬০০ কোটির মধ্যে খরচ হয়েছিল মাত্র ২০০ কোটি, যার সিংহভাগই কাটমানির পেটে গিয়েছিল।

তৃণমূলের পাশাপাশি এদিন বামপন্থীদেরও চাঁচাখোলা ভাষায় তুলোবোনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কাকদ্বীপের বিতর্কিত ইতিহাসের পাঠা উল্টে বামপন্থী নেতা দেবদাসের পরিবারের সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বামেরের তীব্র আক্রমণ করে বলেন, অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক, তাঁদের সরকারই দেবদাসের

অভিযোগ পাওয়ার পর মাত্র এক রাতের মধ্যে সমস্ত আসামিকে পাকড়াও করে শ্রীঘর পুরেছে। পরিকাঠামোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ছিল কড়া জাতীয়তাবাদী সুর। বাংলাদেশ থেকে আসা অতীব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়নের স্পষ্ট ঈর্শাশির দিয়ে তিনি জানান, ধর্মীয় কারণে উৎপাদিত শরণার্থীদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আগামী বছর ১০ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনে আসার আগেই যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ‘সিএ’ শংসাপত্র পৌঁছে দিতে জেলাশাসক ও এসডিও-কে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ দেন তিনি। অতীতের এক কালীপূজায় প্রতিমা ভাঙে তোলার প্রসঙ্গ টেনে আইপিএস অফিসরের সাসপেনশন ও নির্দেশদাতার দিল্লিতে গিজন ভাঙে চড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘এটাই সনাতনের আসল তাকত।’

সরকারি প্রকল্পের সরঞ্জাম বিলির পাশাপাশি কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত হেমন্ত দার্শজকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। সভায় উপস্থিত ছিলেন মু্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, জেলাশাসক অভিষেক কুমার তেওয়ারি এবং পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং, সেচমন্ত্রী অরূণ দাস, পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা-সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য।

জানা গিয়েছে, হলফনামা জমা পড়ার পর তা খতিয়ে দেখেই ৩০ অক্টোবর দুই পক্ষের বক্তব্য শুনবে নির্বাচন কমিশন। দলীয় নাম ও প্রতীকের অধিকার নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাগোড়নের মধ্যেই এই শুনানিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে, স্বতন্ত্র বন্দোবাস্থায্যের নেতৃত্বাধীন শিবিরের ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মমতাপন্থী শিবির। তাদের অভিযোগ, বিধানসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না এবং সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তেও সেই পক্ষপাতিত্বের প্রতিকলন ঘটছে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরেও আনা হয়েছে বলে সুত্রের দাবি।



পুরভোটে প্রার্থী হতে সময়সীমা দিল বিজেপি

২৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটার মধ্যে

আবেদনপত্র ড্রপবক্সে জমা দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর পরই, অর্থাৎ নভেম্বরের শেষের দিকে রাজ্যে পুরভোটের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই যখন রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা ও নিয়মের বেড়া জাল বেঁধে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই প্রেক্ষিতে আগামী ২৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটার মধ্যে আবেদনপত্র ড্রপবক্সে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরভোটে বিজেপির ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদার। শুধু তাই নয়, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বৃথ স্তর থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চস্তর পর্যন্ত মতামতের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সূত্রে খবর, শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে মুখ খোলেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আসন্ন পুরভোটে কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডেই এককভাবে পদাফুল প্রতীকে লড়াই

করবে। গেরুয়া শিবির। এনসিপিআই-এর সঙ্গে জোট জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলের পুরনো কার্যকর্তা ও কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবেন। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অবদানকে ভোলা হবে না। একইসঙ্গে রাজনীতিতে যে ‘অসম্ভব বলে কিছু হয় না’, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখেন তিনি।

এদিকে বঙ্গ স্যাক্সন ব্রিগেড সূত্রে খবর, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে জয়ের সম্ভাবনা, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জয়লাভের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। দ্বিতীয় জোর দেওয়া হচ্ছে ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর। অর্থাৎ প্রার্থীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি কেমন এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা কতটা, তা বিচার করা হবে। একইসঙ্গে প্রার্থী



বাছাই হবে সাংগঠনিক স্তর থেকে তথা যাচাইয়ের পর। যেখানে কেবল ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং একেবারে বৃথ স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কার্যকর্তাদের মতামত এবং তথ্য যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

বিজেপির পরিকল্পনা রয়েছে, ভোটের নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়ার মাত্র তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই বটপট প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ময়দানে নেমে পড়ার।

করেন।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সরাসরি ভূগমূলকে আক্রমণ করে দাবি করেছিলেন যে, মানুষ ভূগমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জামা বদলের জন্য ভোট দেয়নি। তবে ঠিক এর বিপরীতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য রাজনৈতিক সমীকরণকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন কাউন্সিলরদের টিকিট পাওয়া প্রসঙ্গে সরাসরি কোনও না সূচক উত্তর না দিয়ে তিনি রহস্য বজায় রেখে বলেন, ‘রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছুই হয় না।’ এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সুকান্তাব্যবস্থার ব্যয়িয়ে দিয়েছেন যে, দলীয় শৃঙ্খলার পরিধি মেনে প্রয়োজনে অন্য শিবির থেকেও যোগ্য ও জরী প্রার্থীদের টেনে নিতে পিছপা হবে না বিজেপি। সব মিলিয়ে, কালীপুজে মিটিংতেই কলকাতার রাজপথে পুরভোটের লড়াইয়ে প্যারদ যেক্রম চড়তে শুরু করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কোন সমীকরণে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে গেরুয়া শিবির।

ফুকেট থেকে আসা বিমানের আয়নায় হুমকি বার্তা, চাঞ্চল্য কলকাতা বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফের বোমাতঙ্ক! এবার ফুকেট থেকে কলকাতায় আসা একটি আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী বিমানের শৌচালয়ের আয়নায় মিলল চাঞ্চল্যকর হুমকি-বার্তা। আয়নার ওপর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা; ‘বম্ব ইনসাইড এয়ারক্রাফট’ অর্থাৎ বিমানের ভেতরে বোমা রয়েছে। শনিবার এয়ারপোর্টে বিমানটি অবতরণ করার পর বিষয়টি জানাজানি হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরপর দু’দিন এমন ঘটনার জেরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

বিমানবন্দর ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার নির্দিষ্ট সময় মেনেই থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে বিমানটি কলকাতায় এসে পৌঁছয়।

রানওয়েতে নামার পর যাত্রীরা নামতে শুরু করেন। এরপর নিয়মামুক বিমানের ভেতরের শৌচালয় পরিষ্কার করতে যান কেবিন ক্রু সদস্যরা। তখনই তাঁদের চোখে পড়ে শৌচালয়ের আয়নায় লেখা ওই প্রাণঘাতী হুমকি বার্তাটি। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। সময় নষ্ট না করে কেবিন ক্রু-রা তৎক্ষণাৎ বিষয়টি বিমানের পাইলট ও বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ-কে জানান। খবর পাওয়া মাত্রই বিমানবন্দরে জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়। তড়িঘড়ি বিমানটিকে মূল টার্মিনাল থেকে দূরে একটি নির্দিষ্ট ‘আইসোলেশন রো’-তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্রুততার সঙ্গে বাকি যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনা হয়।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

বোম স্কোয়াড, সিআইএসএফ-এর বিশেষ দল এবং এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। বিশাল পুলিশ বাহিনী কুকুর নিয়ে বিমানের ভেতর ও প্রতিটি কোণায় পৃথক্ণপৃথক্ণ তল্লাশি শুরু করে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চিরুনি তল্লাশি চালানোর পরেও বিমানের ভেতর থেকে সন্দেহজনক কোনো বস্তু বা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমান, যাত্রী ও প্রশাসনের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কোনো দুষ্টুত্ব এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

এই ভূয়ো হুমকি বার্তার নেপথ্যে

দারি, অভিযোগ করলেই হবে না, জুরার আখড়া বানাতো চাইছে। মন্দির থেকে মদ, গাঁজার মতো মাদক দ্রব্য বিক্রি করা হয়। এর প্রতিবাদ করলে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের ধমক দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, ভদ্র বাবা মহিলাদের দিয়ে হাত-পা টেপান। ভদ্র বাবাকে অবিলম্বে মন্দির থেকে হটানোর জোরালো দাবি তোলেন এলাকার মহিলারা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:

জগদন্দলের আতপুত্র জলাহারি বাবার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার মহিলারা। শনিবার স্থানীয়রা মহিলারা একজোট হয়ে জলাহারি বাবার মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মন্দির থেকে জলাহারি বাবার অপসারণের দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন। স্থানীয় মহিলারা এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, উনি জলাহারি বাবা নন, উনি ভদ্র সাধু। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আগত মহিলাদের ম্লীলতাহানি করেন মন্দিরের ওই ভদ্র বাবা। মন্দির থেকে মদ, গাঁজার মতো মাদক দ্রব্য বিক্রি করা হয়। এর প্রতিবাদ করলে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের ধমক দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, ভদ্র বাবা মহিলাদের দিয়ে হাত-পা টেপান। ভদ্র বাবাকে অবিলম্বে মন্দির থেকে হটানোর জোরালো দাবি তোলেন এলাকার মহিলারা।



যদিও জলাহারি বাবা তথা পরশুরাম দাস বলেন, মহিলাদের অভিযোগ সঠিক নয়। জলাহারি বাবার বক্তব্য, এই মঠ থেকে তাঁকে সরানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, দুষ্টুত্বা মঠ দখল করে মদ, জুরার আখড়া বানাতো চাইছে। মন্দির থেকে মদ, গাঁজা বিক্রির অভিযোগ নিয়ে জলাহারি বাবা বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মন্দিরের চারদিক তন্নতন করে খুঁজলেও কেউ রসুন কিংবা পেরোজ খুঁজে পাবেন না। তাঁর দাবি, অভিযোগ করলেই হবে না। সেই অভিযোগ প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ছাঁকা দিচ্ছে শসা-নারকেল থেকে শাক-সবজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তারই প্রস্তুতি নিতে থলে হাতে শনিবার সকাল থেকেই বাজারে বেরিয়ে পড়েন শহর ও জেলার বহু ক্রেতা। কিন্তু দুর্গাপূজার আনন্দ ফিকে করে দিয়ে লক্ষ্মীপূজার থলে ভরতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিস্থাস ওঠার জোগাড়। ক্রেতাদের একাংশের অভিযোগ, দু’-একটা ফল বা সবজি বাদ দিলে বাকি সমস্ত আনাজের দামই রাতারাতি এক লাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে যেগুলি লদীপূজায় আবশ্যিক, সেগুলির দামই সবচেয়ে বেশি চড়া। ফলে দুর্গাপূজায় যে আনাজ ও পূজার সামগ্রী ছিল নাগালে, লক্ষ্মীপূজার আগে তা যেন অয়িমূল্য। পরিস্থিতির জেরে খিড়ির সঙ্গে পাঁচ রকম ভাজা ও লাবড়া দিয়ে ভোগের থালা সাজানোর পরিকল্পনাও কাটছাটি করাতে হচ্ছে বহু গৃহস্থকে।

এ বছর প্রতিমা কিনতে গিয়েও ফাঁপরে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মাটির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপড় ও গয়নায় সাজানো ছোট মূর্তির দাম শুরু হচ্ছে ২০০ টাকা থেকে। অন্যদিকে, হাত পেড়েছে পল্ল ফুল। দুর্গাপূজার দিনে কলকাতার বাজারে যে পায়ের দাম ছিল ১৫ থেকে ২০ টাকা, লক্ষ্মীপূজার আগে তার দাম

এক থান্নায় বেড়ে হয়েছে ৫০ টাকা। ছোট গাঁদা ও রজনীগন্ধার মালার দাম ২০ টাকা এবং বড় গাঁদার মালা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। তবে এখানেই শেষ নয়; একটি বড় গাঁদার মালা কিনে সঙ্গে খুচরো ফুল, পান ও আমসড়া কিনতে গেলে অন্তত আরও ৩০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

লক্ষ্মীর আসনে সার করে ধানের ছড়া সাজানোর আগেও হাজারবার ভাবতে হচ্ছে গৃহস্থকে। এক ছড়া ধানের দাম ১৫ টাকা। প্রথা অনুযায়ী অন্তত পাঁচ ছড়া না হলে পিঁড়ি ভরে না, যার জেরে পাঁচ ছড়ার দাম পড়ছে প্রায় ৭৫ টাকা। গোড়া-সমেত আখের দাম কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্রই প্রায় ৫০ টাকার আশপাশে। এছাড়া অনেকেই বাড়িতেই লক্ষ্মীর প্রতিমা বা ভেলার নৌকার পাশে এক কাঁদি কলা দেওয়ার রীতি রয়েছে, যার দাম পড়ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে। কলকাতার বাজারে নারকেল বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা দরে, আবার জেলার আকার ও আয়তনভেদে এক একটি নারকেলের দাম ১০০ টাকার কাছাকাছি ঠেকছে। অন্যদিকে, এক কেজি আখের গুড়ের দাম ৮০ টাকা এবং চিনির দাম আগেরি বেড়ে হয়েছে ৬৫ টাকা। বাজারে একটি নাড়ু কিনতে গেলে দাম পড়ছে ১০



টাকা। ১০টা নাড়ু কিনলে খরচ হচ্ছে ১০০ টাকার নেট।

ফলের বাজারে ঢুকলেই প্রথমেই নজর কাড়ছে শশার আকাশছোঁয়া দাম। পূজার আগে যে শশার কেজি ছিল ৬০ টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা, কোথাও কোথাও আবার ১১০ টাকা পর্যন্ত। লক্ষ্মীর সামনে পাঁচটা গোটা ফল সাজিয়ে দেওয়াই রীতি। এই রকম পাঁচটা ফল যেমন, আপেল, কলা, শসা, মুসম্বি ও পেয়ারা সাজাতেই খরচ পড়ছে অন্তত ৭৫

টাকা। কাটা ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে কম করে খরচ হচ্ছে আরও ১৫০ টাকা। চিনির দাম বাড়ার পর থেকে মিস্তির দামও বাড়িয়েছেন বেশিরভাগ দোকানদার। প্রতি পিস মিস্তির দাম ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা। ১০টি মিস্তি কিনলেই খরচ পড়ছে ১২০ টাকা। সঙ্গে ১০০ গ্রামের এক ভাঁড় দইয়ের দাম ৩৫ টাকা। বাতাসা, মুড়কি, মঠ ও তিলের কন্মা এক-এক প্যাকেট ১৫ থেকে ২০ টাকা হিসেবে কিনতে খরচ পড়ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা।

রবিবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে নানাতম এই সমস্ত উপকরণ জোগাড় করে পূজা সারতে খরচ হচ্ছে অন্তত ১১০০ টাকা। এটি গেল একদম সংক্ষিপ্ত বা ‘নামো নামো’ করে পূজা সারার হিসাব, যেখানে প্রসাদের ভাগ বাড়ির লোক ছাড়া আর কারও পাওয়ার উপায় নেই। এর সঙ্গে পুরোহিতের প্রণামী যোগ করলে খরচ দাঁড়াচ্ছে অন্তত দেড় হাজার টাকা। আর যদি চিরারচিত্র নিয়েমি খিড়ি, পাঁচ রকম ভাজা, লাবড়া ও পায়স দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়, তবে খরচ বাড়বে অন্তত আড়াই গুণ। পাশাপাশি, যাঁদের লদীপূজায় ইলিশ মাছ নিবেদনের রীতি রয়েছে, তাঁদের পক্ষে থেকে গুনতে হবে বাড়তি আরও অন্তত দেড় থেকে দু’হাজার টাকা। এদিকে কলকাতায় একশো ছুই ছুই বেশ কিছু আনাড়। যেগুলি পারেনি, তারাও হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। একটি ফুলকপি কিনতে দিতে হচ্ছে ৫০ টাকা, বাঁধাকপির কেজিও প্রায় সমপরিমাণ। বেগুন ফ্রিকি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে। ফলের বাজারে পেয়ারা সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে এবং বেদানা ছুঁয়েছে ডবল সেঞ্চুরি। কাঠালি কলার একটির দাম ৭ টাকা। এই প্রতিমার দাম ১৫০ টাকার কমে কোথাও নেই।

সল্টলেকের নামী ধাবায় হানা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের!

ফ্রিজে মিলল ছত্রাক ধরা মাংস ও পচা পনির, বাতিল লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক : দুর্গাপূজা মিটেছে না মিটেছেই আবারও কড়া মেজাজে ময়দান নামাল রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। এদিকে সামনেই লদীপূজা, কালীপূজা ও ভাইফোঁটা। উৎসবের এই মরগুমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শহরের বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় শুরু হয়েছে লাগাতার অভিযান। আর সেই অভিযানেই বড়সড় অনিয়মের ছবি সামনে এল সল্টলেক সিটি সেন্টার সংলগ্ন এলাকায়। এক বিখ্যাত ধাবার ফ্রিজে মেলা মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির ও ফাস্টাস ধরা মাংস দেখে চোখ কপালে উঠল খাদ্য দপ্তরের অধিকারিকদের। খাবারের মান নিয়ে চরম গাফিলতির অভিযোগে তফস্বি ওই নামী ধাবার লাইসেন্স বাতিল করে দিল প্রশাসন।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও ওই নির্দিষ্ট ধাবায় অভিযান চালিয়েছিলেন খাদ্য ও ক্রেতা দপ্তরের অধিকারিকরা। সেই সময় কুখ্যাত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির অপরাধে ওই প্রতিষ্ঠানটিকে বিপুল অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ। অবস্থার বিদ্যুদ্গতি পরিবর্তন না ঘটায় এবং বারবার একই অনিয়মের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয় দপ্তর।



এদিকে সূত্রে খবর, এদিন সল্টলেক সিটি সেন্টার সংলগ্ন ওই ধাবায় আচমকা হানা দেন খাদ্য দপ্তরের অধিকারিকরা। রান্নাঘর থেকে শুরু করে খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণের জায়গাগুলো পৃথক্ণপৃথক্ণভাবে খতিয়ে দেখা হয়। ফ্রিজ খুলতেই অধিকারিকরা দেখেন, ভেতরে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্যবস্তু। এমনকী, ফ্রিজে মজুত করা মটন ও চিকেনও ছত্রাক ধরা রেস্তোরাঁগুলিতে আসেন। কিন্তু ধরে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

এই চরম অব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিষয়টি হাতেনাতে ধরার পরই কড়া পদক্ষেপ করা হয়। অধিকারিকদের সাফ কথা, উৎসবের মরগুমে মানুষ আনন্দ করতে এবং রসনাতৃপ্তির টানে রেস্তোরাঁগুলিতে আসেন। কিন্তু খাবারে ফাস্টাস বা ফ্রিজে পচা খাবার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সেই কারণেই তৎক্ষণাৎ ওই ধাবার

লাইসেন্স বাতিল করে দোকানটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কড়া ঈর্শ্যয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, এরপরেও যদি এরা নিজেদের গুণেরে না নেয়, তবে ভবিষ্যতে ওই রেস্তোরাঁ পাকাপাকিভাবে সিল করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র সল্টলেকই নয়, পূজার আগে থেকেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং মিস্তির দোকানগুলিতে অভিযান চালিয়ে আসছে পুরসভা ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। শহরের একাধিক বড় রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল করে পাশাপাশি টন টন পচা ও কুখ্যাত বাজোপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে। উৎসবের মরগুমে আমজনতার পাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার তুলে দিতে খাদ্য দপ্তরের এই অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে বলেই দপ্তর সূত্রে খবর।

বিদেশের পজিটিভ আইডিয়া বাংলায় প্রয়োগ করতে চান পুরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:

কলকাতার কানায় কানায় জঞ্জাল সাফাই কিংবা শহরকে নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধতে অতীতে রাজ্যে নেমে কম কসরত করেননি তিনি। মস্তিষ্ক পাওয়ার পর থেকেই শহর ও শহরতলির অলি-গলিতে ঘুরে সাধারণ মানুষকে পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক কর্তব্য বোঝানোর চেষ্টা চালিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তবে আপাতত সেই ব্যস্ততা থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে তিনি রয়েছেন সুদূর লন্ডনে। আর সেখানেই এক সৎবাসমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কলকাতাকে আদ্যস্ত ‘লন্ডন’ করে তোলার কোনো অব্যাহত স্বব পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই সেখানকার বেশ কিছু পজিটিভ ‘আইডিয়া’ বা ভাবনা তিনি বাংলায় প্রয়োগ করতে চান।

লন্ডনের টেমস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী অকপটে স্বীকার করেন, উন্নত বিশ্বের এই শহর থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাঁর কথায়, বিশেষ করে ডিসপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা এবং সাধারণ



মানুষের নাগরিক দায়িত্ববোধের পাঠ বাংলার মানুষকে এখান থেকে নিতে হবে। লন্ডনের পরিবেশের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, সেখানে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলেন, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার রেওয়াজ ব্যর্থ হয়েছে বলেই আজ এ-ই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে তোপ দাগেন অগ্নিমিত্রা। তবে তাঁর বিশ্বাস, সিদ্ধি থাকলে এই বদল আনা সম্ভব, যদিও এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে।

শহরের জঞ্জালমুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি লন্ডনের সুসংহত গণপরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ নজর

কেড়েছে পুরমন্ত্রীর। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রশংসা করে তিনি জানান, একটি পরিবহন মাধ্যম থেকে নেমে কীভাবে সঙ্গ্রসঙ্গ্র অন্যা পরিষেবা পাওয়া যায়, তা সত্যিই অনুকরণীয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বাস থেকে নেমে অনায়াসেই ট্রেন এবং ট্রেন থেকে নেমে জলযানের পরিষেবা পেয়ে যান যাত্রীরা। বিশেষ করে ‘টিএফএল’ বা ‘ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন’-এর বদোপ্ত নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মন্ত্রী। লন্ডনের এই বিখ্যাত নেটওয়ার্ক যেভাবে একটিমাত্র টিকিটের মাধ্যমে শহরের সমস্ত ধরনের গণপরিবহন ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে, ঠিক সেই একই মডেল আনার বাংলায় চালু করতে এতদূরী রাজ্য সরকার। সাক্ষাৎকারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘এই যে এক টিকিটের বাস-ট্রেন-মেট্রো ব্যবহার করা যায়, এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালু করলে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন।’ বিদেশের এই আধুনিক বদোপ্ত এক রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

পকেটে এআই-এর ভূয়ো কার্ড, পুলিশকে চোখ রাঙাতে গিয়ে চরম বিপাকে ‘ভূয়ো’ পুলিশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এআই প্রযুক্তির সাহায্যে বানানো নকল পরিচয়পত্র পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। নিজেকে নামী পুলিশকর্তা বা আধিকারিক দাবি করে ডিউটিতে থাকা ট্রাফিক কর্মীদের ওপর চালাচ্ছিলেন বেপরোয়া দাঙ্গাগিরি ও মানসিক চাপ। তবে শেষরক্ষা হল না, পুলিশি স্ক্যানারেই খসে পড়ল ভূয়ো পরিচয়ের মুখোশ! দমদমের বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের অত্যন্ত ব্যস্ত জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভূয়ো পুলিশ সেজ ক্ষমতার অপব্যবহার ও হুমকির অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুজবার গভীর রাতে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের জিরো পয়েন্টে নিমিতা ট্রাফিক পুলিশ সেজ কয়েকজন কর্মী নৈশকালীন ডিউটিতে মোতায়েন ছিলেন। ঠিক সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখানে হাজির হয়ে নিজেকে পুলিশের আধিকারিক পরিচয় দেন। রাত প্রভাব খাটায় সে। অবিলম্বে তার একটি গাড়ি বা যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রীতিমতো হুমকি

দিতে শুরু করে। সে দাবি করে, তার কথা না শুনলে ডিউটির কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তার অসংলগ্ন কথাবার্তা ও উগ্র আচরণ দেখে নিমিতা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীদের মনে গভীর সন্দেহের দানা বাঁধে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা অত্যন্ত সাবলীলভাবে তার কাছ থেকে অফিশিয়াল আইডেনটিটি কার্ড বা পরিচয়পত্রটি দেখতে চান। একটুও না ঘাবড়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি সর্বগ্রে তার পকেট থেকে একটি বকবাকে পুলিশ মাছ পরিচয়পত্র বের করে দেখায়। কিন্তু প্রযুক্তির মোড়কেই যে বিপদ লুকিয়ে ছিল, তা হয়তো বুঝতে পারেনি ওই প্রতারক। ট্রাফিক কর্মীরা পরিচয়পত্রটি হাতে নিয়ে স্ক্যান করতেই সামনে আসে প্রকৃত তথ্য। ডিজিটাল স্ক্যানিং সিস্টেমে তথ্য মিলিয়ে দেখা যায়, পুলিশের ডাটাবেসে বা অফিশিয়াল রেকর্ডে এই ধরনের কোনো কর্মীর নাম-পরিচয় বা কার্ড নম্বর বিদ্যমান বিদ্যমান নেই। কার্ডটি পুরোটািই ভূয়ো! তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে আটক করে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো শুরু করে ট্রাফিক পুলিশ। লাগাতার জেরার মুখে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয় সে।

একইসঙ্গে এও জানান্য, এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করেই হুজ্ব আসল পুলিশের মতো দেখতে এই নিরুত্ত জাল পরিচয়পত্রটি তৈরি করেছিল সে। আসল আর কনলের পার্থক্য খালি চোখে বোঝা একপ্রকার অসম্ভব বলেই দাবি ছিল তার। এর পরপরই দমদম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

তবে এই ঘটনার পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তদন্তকারীদের মাঝে। সাধারণ পরিচয়পত্র জাল করার ঘটনা নতুন নয়, কিন্তু এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পুলিশের পরিচয়পত্র তৈরির উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে। এতদিন ধরে পুলিশ সেজে ওই এলাকায় বা শহরের অনাড় সে কোনো বড়সড় তোলাবাজি বা তোলা আদায়ের কাজ চালাচ্ছিল কি না, তাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, এই প্রযুক্তিনির্ভর জাল পরিচয়পত্র তৈরির পেছনে কি একক কোনো ব্যক্তির হাত রয়েছে, নাকি শহরজুড়ে সক্রিয় কোনো বড়সড় সহিংস ও জালিয়াতি চক্র কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

সম্পাদকীয়

দেশবাসীকে ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শের নেপথ্যে কোন অশনি সংকেত?

জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকুন নাগরিকরা। দেশের প্রতিটি ঘরে তিনদিন চলার মতো শুকনো খাবার ও পানীয় জল অবশ্যই মজুত রাখুন। ব্রিটিশ সরকারের এহেন অ্যাডভাইসরি জারি হতেই তোলপাড় গোটা দেশ। সেই সঙ্গে ছড়িয়েছে আতঙ্কও। শুধু ব্রিটেনেই নয়, এই অ্যাডভাইসরি নিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতেও চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে কেমন দিন আসতে চলেছে? কী হবে আগামী দিনগুলিতে, নানা সম্ভাবনা ও আশঙ্কা নিয়ে চলছে কাটাছোঁড়া। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঘুরছে চেক লিস্ট। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পানীয় জল, শুকনো খাবার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ব্যাটারিচালিত টর্চ লাইট, ব্যাটারি ও একটি রেডিও সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। কোনও কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হলে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই টর্চ লাইট ও ব্যাটারি সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে খবরাখবর পাওয়ার জন্য টিভি বা ইন্টারনেটের ওপর ভরসা না করে রেডিও সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। কোনও কারণে খাবার বা পানীয় জলের সংকট দেখা দিলেও যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই জল ও প্যাকেটজাত শুকনো খাবার সামগ্রী সঙ্গে রাখার কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, ব্রিটেনে এমনকী আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হল যে, দেশবাসীকে এমন কঠিন পরামর্শ দিতে তড়িঘড়ি আসরে নামতে হল অ্যাড্‌ি বার্নহ্যামের সরকারকে? ব্রিটেনের মতো প্রথম বিশ্বের একটি দেশের সামনে কোন সঙ্কট দেখা দিল? না, এই নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের তরফে কোনও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়নি। ফলে এই নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। কিন্তু তথ্য বলছে, এর আগেও একবার চলতি বছরের গোড়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের আমলে নাগরিকদের এই ধরনের প্রস্তুতির কথা জানানো হয়েছিল, কিন্তু তখন এভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যা, এবার হল। একই সঙ্গে সরকারি সাহায্যের জন্য নাগরিকদের রেজিস্টার করার কথাও বলেছে বার্নহ্যাম সরকার। ফলে জল্পনা আপাতত থামছে না, কাটছে না আশঙ্কাও।

শব্দছক ২৯৪										রবি দাস									
১		২		৩															
			৪																
					৫			৬											
৭	৮																		
				৯				১০	১১										
১২								১৩											
				১৪															
১৫								১৬											

পাশাপাশি: ১. ফুলের রানী ৩. বাদুরজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী ৪. ফাংগাস-এর বাংলা তর্জমা ৫. প্রেম ৭. চলন বেগ ১০. রক্তা ১২. ঋতু সম্বন্ধীয় ১৪. রক্তের আভ্যুত্থ ১৫. গৃহাবস্থান ১৬. চক্ষু **ওপর-নিচ:** ১. গভ্রগোল ২. মনলোভা ৩. চাক ভেঙে আনা ৬. সর্দি-কাশির ঔষধিগছ ৮. যে পাখির ইংরাজী শব্দ কোয়েল ৯. গ্রাচীন কালে বৃক্ষনিসৃত রসে মাদক সেবন ১১. লভ্যপ্রাপ প্রাপক ১৩. অভিমুখে চলা

সমাধান ২৯৩ — পাশাপাশি: ১. জ্যাব্রিপ্র ৪. বাসক ৬. গরু ৭. তামস ৯. গোপনবিবৃতি ১১. কসুর ১৪. কাংলা ১৬. গগনবিহারী ১৯. তুরকি ২০ সোম ২১. মলিন ২১. মহাজাতি **ওপর-নিচ:** ১. জগরুক ২. তরু ৩. প্রতাপ ৪. বাসবি ৫. কমতি ৮. মনন ৯. গোর ১০. বৃহৎ ১২. সুযোগ ১৩. আবির্ ১৪. কারী ১৫. লাজমতি ১৬. গরম ১৭. নতুন ১৮. হাকিম ২০ সোজা

আজকের দিন

- ১৯৪৪ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম নৌ-সংঘাতটি ফিলিপাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, যার ফলে জাপানি কামিকাজে (আত্মঘাতী) হামলার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।
- ২০০১ — মাইক্রোসফট আনুষ্ঠানিকভাবে উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেমটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে।



জন্মদিন

১৯২৯ চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপর্পা সেনের জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় উমেশ যাদবের জন্মদিন।

অপর্পা সেন

অশোক সেনগুপ্ত

শুরু হচ্ছে স্বপনবুড়োর ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন। আয়োজক স্বপনবুড়া স্মৃতি রক্ষা সমিতি। ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ এই মহান মানুষটি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, তিনি গড়ে তুলেছিলেন মানুষ, জাগিয়ে তুলেছিলেন স্বপ্ন, মানবিকতা ও সৃষ্টিশীলতার দীপশিখা। আসল নাম ছিল অখিল নিয়োগী। জন্ম ২৫ অক্টোবর, ১৯০২; মৃত্যু ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩। এই শিশুসাহিত্যিক স্বপনবুড়া ছদ্মনামে বেশি পরিচিত।

‘স্বপনবুড়া স্মৃতি রক্ষা সমিতির আর্জি, ‘অত্যন্ত আনন্দ, আবেগ ও গভীর দায়বদ্ধতার সঙ্গে আপনাদের সকলের কাছে আমরা এক মহৎ উদ্যোগের কথা নিবেদন করছি। আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে শুরু হতে চলেছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, স্বপ্নপ্রমী, সমাজসংস্কারক ও অসংখ্য শিশু-কিশোর-যুব হৃদয়ের প্রেরণাপুরুষ স্বপনবুড়া; অখিল নিয়োগী-র ১২৫তম জন্মবর্ষ।

তার অমলিন স্মৃতিকে আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে চিরজাগরুক করে রাখতে স্বপনবুড়া স্মৃতিরক্ষা সমিতি এক বছরব্যাপী সর্ববাংলা জুড়ে নানা সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সমাজমনস্ক কর্মসূচির আয়োজন করতে চলেছে। মাসভিত্তিক এই মহোৎসবের শুভ সূচনা হবে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে। সেই পবিত্র দিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে আমাদের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন।’

সাবেক ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের সাকরাইল-টাঙ্গাইলে তাঁর জন্ম। বাবাগোবিন্দ চন্দ্র নিয়োগী টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের নামকরা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মা ছিলেন বহুভারিণী দেবী। সাকরাইল গ্রামেই তাঁর মামা কবিরাজ যদুনাথ সেনগুপ্তের কাছে মানুষ হয়েছিলেন অখিল নিয়োগী। শৈশবে অবাধে পল্লী



প্রকৃতির অঙ্গনে ঘুরে বেড়ানো, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে চড়ুইভাতি, নৌকা করে খাল-বিল পেরিয়ে অজানা জায়গায় চলে যাওয়া, রাত জেগে যাত্রাগান শোনা সব মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। কিশোর বয়সে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে গ্রামে পাঠাগারও স্থাপন করেছিলেন তিনি। গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশাই তীর্থবাসী গুপ্তের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরে যদিও তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং সিটি কলেজ থেকে আই.এসসি. পাশ করে সরকারি আর্ট কলেজে ভরতি হন। তখনই ‘শিশুসাহী’ পত্রিকায় তার ধারাবাহিক উপন্যাস ‘বেপারোয়া’ প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে এই পত্রিকায়

প্রকাশিত হয় অখিল নিয়োগীর লেখা ‘বাঘমামা’, ‘পরীর দৃষ্টি’ ও ‘স্বপ্নপুরী’ নামের লেখাগুলি। আর্ট কলেজে ছাত্র থাকাকালে ‘আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’ র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে ‘চিত্রা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হত। কর্মশিখাল আর্টিস্ট হিসাবে অখিল নিয়োগী কর্মজীবন শুরু করেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে অন্ধনশিখী হিসাবে তার প্রথম যোগাযোগ। ছাত্রজীবনে শিক্ষক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন অখিল নিয়োগী। পরে গীতিকার, নির্দেশক, অভিনেতা প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে শ্রীমকেতনের উপর একটি তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য তৈরি



করেছিলেন অখিল নিয়োগী। ‘মুক্তির বন্ধনে’ ছবিটি তিনি পরিচালনা করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে যুগান্তর পত্রিকার ‘ছোটদের পাতভিড়ি’ বিভাগে খোলা হয়। এর নিয়মিত লেখক হয়ে যান। ১৯৪৫ থেকে ওই বিভাগের পরিচালক ছিলেন। সেই সুত্রেই ‘সব পেয়েছির আসর’ গড়ে তোলেন।পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে এবং বাইরে নানা অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এই সংস্থার শাখা গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

‘সব পেয়েছির আসর’ সংস্থার সম্পাদক থাকাকালীন ‘মুক্তির বন্ধনে’ নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন অখিল নিয়োগী। ১৯৫২ সালে উড়িষ্যার কটক শহরে ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন অখিল নিয়োগী। এই বছরই

‘আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি’র আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ভিয়েনা এবং ইউরোপে যান। প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী। ‘স্বপনবুড়া’ ছদ্মনামে তিনি ছোটদের জন্য গান লিখতেন এবং ক্রমে এই নামেই অধিক পরিচিত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতির আহ্বানে ভিয়েনা যান। তাঁর লেখা ‘সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে’ বইয়ে নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যার কথা জানা যায়।

পরবর্তীকালে ‘খেয়া’, ‘ছোটদের মাসিক পত্রিকা’ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন তিনি। ছোটদের জন্য গল্প, ছড়া, নাটিকা, উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। এমনকি বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য বহু গান লিখেছিলেন অখিল। তাঁর লেখা সেইসব গানের রেকর্ডেই তিনি প্রথম

‘স্বপনবুড়া’ নামটি ব্যবহার করেন। এই নামে প্রথম একটি রূপক নাটিকা মুক্তি পায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে আর এই নাটিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি নিজেই।

‘স্বপনবুড়া’ চরিত্রটিকে তিনি এমনভাবে একেছিলেন বিজ্ঞাপনে যে তা সহজেই শিশুদের আকৃষ্ট করেছিল। অদ্ভুত দাঁড়ি, নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমা, ঢোলা হাতাওয়ালা বিচিত্র জামা পরিহিত স্বপনবুড়া সেই সময় থেকেই শিশু সাহিত্যের জগতে দ্যোতক হয়ে ওঠেন।

তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘বাবুইবাসা বোর্ডিং’, ‘বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত’, ‘বাস্তুহারা’, ‘পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে’, ‘ধনি ছেলে’, ‘কিশোর অভিযান’, ‘পালা পার্বণ ছড়া-ছন্দ’, ‘ভূতুড়ে দেশ’, ‘খেলার সাধী’ ইত্যাদি। এছাড়া ছোটদের জন্য লেখা নাটিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ‘বাসন্তিকা’, ‘নীলকণ্ঠ পাখী’, ‘সোনার কাঠি’, ‘ফুলপরী’, ‘দুর্ঘোষনের দুহুঁমি’, ‘ওলট-পালট’ ইত্যাদি। এছাড়াও শশ্রীষ্ঠা ও দেবযানী নামে একটি নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন অখিল নিয়োগী। ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ফটিক স্মৃতি পদকে ভূষিত হন অখিল নিয়োগী। ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ দিয়ে সম্মানিত করে। অখিল নিয়োগী ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন। স্বপনবুড়া স্মৃতিরক্ষা সমিতির আর্জি, ‘সমাজের সকল শুল্ভবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সহযোগী, কর্মী, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে সংগঠনের বিনীত আবেদন; আপনারা সকলে আসুন।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আশীর্বাদে এই ঐতিহাসিক কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হবে এবং আগামী প্রজন্ম নতুন করে দিনব্যব স্বপ্ন দেখাতে শেখানো সেই মানুষটিকে।’

মা লক্ষ্মী শুধু ধন-সম্পদ নয়, তিনি পরিশ্রম এবং শান্তির প্রতীক হিসেবেও পূজিত হন

সুদীপ্ত দে

আমাদের সমাজজীবনে ‘মা লক্ষ্মী’ কেবল ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী নন, তিনি চিরকালই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘাম ঝরানো পরিশ্রম এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন। সনাতন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয়, মা লক্ষ্মীর কৃপা হলে গৃহে অন্ন, বস্ত্র ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ধর্মের আড়িনায় বা উপাসনার মাধ্যমে সমাজে শিকড় গেড়ে থাকা দারিদ্র্য, অর্থাহার এবং অনাহার কি আদৌ ঘোচানো সম্ভব? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি বাস্তব অর্থনীতি, নীতি এবং মানবীয় চেতনার সমীকরণ মেলাতে হবে।

১. ধর্ম ও বাস্তবের দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক বিশ্বাস বনাম অন্ন ধর্ম মানুষকে নৈতিকতা শেখায়, বিপদে ভরসা জোগায় এবং ধৈর্য ধরতে শেখায়। কিন্তু বৈষয়িক জগতের চাহিদা যেমন;পেটের অন্ন, পরগণ বেস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা; সম্পূর্ণরীতিতে অর্থনৈতিক উৎপাদন, বণ্টন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।ভাণ্ডারের জিগির বনাম কাঠামোগত বৈষম্য ঐতিহাসিকভাবে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা দেখিয়েছেন যে, দারিদ্র্য কোনো অলৌকিক অভিশাপ বা ঈশ্বরের শাস্তি নয়; এটি মূলত সম্পদ বণ্টনের ক্রটি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সামাজিক বৈষম্যের ফল।কর্মের গুরুত্ব গীতায় বা সমাজন ধর্মেও কর্মের ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে। কনহীন বিশ্বাস বা অলস বসে থেকে কেবল দেবদেবীর কৃপা প্রার্থনা করার মধ্যে কোনো সমাধান নেই। ধর্ম বলে, যেখানে পরিশ্রম আছে, সেখানেই লক্ষ্মীর বাস।

২. ‘মা লক্ষ্মী’ আসলে কিসের প্রতীক আদিকালে মা লক্ষ্মীকে কৃষিকাজ, শস্য এবং প্রকৃতির উর্বরতার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। প্রাচীন সমাজে ‘লক্ষ্মী’ বলতে বোঝানো হতো অফুরন্ত শস্যভান্ডার, গোধান এবং পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলকে শস্য লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা আমাদের



সংস্কৃতিতে অন্নকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। মা লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণার আরাধনার মূল তাৎপর্য হলো প্রকৃতির দানকে সম্মান জানানো এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করা। পরিশ্রমের মর্যাদা ধর্মীয় দৃষ্টিতে লক্ষ্মী সেখানে স্থির থাকেন, যেখানে পরিচ্ছন্নতা, সত্যতা এবং উদ্যম রয়েছে। অর্থাৎ, অলসতা যেখানে নেই, অন্নহীনতাও সেখানে দূর হওয়া সম্ভব।৩. অনাহার ও অর্থাহার দূর করার প্রকৃত চাবিকাঠি সমাজ থেকে অনাহার এবং চরম দারিদ্র্য দূর করতে হলে ধর্মীয় উপাসনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু পার্থিব পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি উৎপাদন

ও কর্মসংস্থান মানুষের হাতে কাজ এবং কাজের উপযুক্ত মজুরি না থাকলে কেবল উপবাস বা পূজো করে পেটের ক্ষুধা মেটানো যায় না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই দারিদ্র্য মোচনের প্রধান শর্ত।সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন রাষ্ট্রে বা সমাজে সম্পদের সুবণ্টন না থাকলে গরিব আরও গরিব হয়। খাদ্য সুরক্ষা আইন, রেশনের ব্যবস্থা এবং সঠিক কল্যাণমূলক প্রকল্প অনাহার দূর করতে সরাসরি ভূমিকা রাখে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রান্তিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের প্রসার না ঘটলে দারিদ্র্যের দৃষ্টচক্র ভাঙা সম্ভব নয়।

মা লক্ষ্মী ধর্মীয় ভাবনায় আমাদের ঘরে সমৃদ্ধি আনেন ঠিকই, তবে সেই সমৃদ্ধি কেবল অলৌকিক আশীর্বাদে আসে না;তা আসে মানুষের শ্রম, সত্যতা, সহমর্মিতা এবং সঠিক সামাজিক ব্যবস্থাপনার হাত ধরে। ধর্ম মানুষকে আর্থিক শক্তির জগতে পারে, মনের জোর দিতে পারে যাতে সে সংগ্রামের মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু অর্থাহার ও অনাহার দূর করার মূল দায়িত্ব সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের নিজের সমবেত প্রচেষ্টার। ধর্মীয় আরাধনা মানুষকে যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে এবং শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে উদ্বুদ্ধ করে, তবেই মা লক্ষ্মীর প্রকৃত আরাধনা সার্থক হয়;যেখানে কোনো মানুষই আর পেটের ক্ষুধা নিয়ে রাতে ঘুমাতে বাধ্য হয় না।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল



প্রশাসনিক ভাবে যখন বিভক্ত করা হবে...

দু’বছর পরে হলেও কাকদ্বীপকে জেলা

করব। সুন্দরবনকে মডেল করব এবং

সবগুলো দ্বীপকে জুড়ে দেব।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

কানাডার বৃকে জীবন্ত হয়ে উঠল এক টুকরো কলকাতা



শান্ত্বত চট্টোপাধ্যায়

দেশ ছেড়ে সাতসমুদ্র পারের সংসার পাতলেও শিকড় কি ভোলা যায়? বিশেষত যখন ঘরে ছোট ছোট সন্তান বড় হতে থাকে। কানাডার কনকনে ঠাণ্ডা আর ওয়েস্টার্ন কালাচারের ভিড়ি বাচ্চারা যাতে নিজেদের সংস্কৃতি আর মারির টান ভুলে না যায়, সেই কারণেই পূজো সেখানে শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ওদেরকে চেনা উৎসবের আনন্দটা বুঝিয়ে দেওয়া। তিন বছর আগের সেই ভাবনা আজ কানাডার অন্টারিও প্রশমের কিনেদার-ওয়াটারলুতে এক মহীরুস।

গ্র্যান্ড রিভার কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (GRCA)-এর পূজো আজ আর গুটিকয়েক বাঙালি পরিবারের ঘরোয়া পূজোয় আটকে নেই, রূপ নিয়েছে আন্ত এক ‘মিনি ইন্ডিয়ায়’। আর সাফল্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ? এখানকার দ্বিতীয় প্রজন্মের কচিকাঁচাদের কাছে থ্যাকসগিভিং বা হ্যালোউইনের

চেয়েও এখন সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম;‘শারদোৎসব’।

প্রতিমা এসেছে খোদ কলকাতার কুমারটুলি থেকে। জাহাজ করে সুদূর কানাডায় মা দুর্গাকে এনে বরণ করার মধ্যে যে আবেগ, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এই পূজো আয়োজনে কোনো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নেই, সবটাই পরিবারের মতো। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে মণ্ডপ সাজানো, ঘর মোছা থেকে ভোগের জোগাড়;সবকিছুতেই

দেখতে দেখতে আত্মীয়বিরহী প্রবাসে গড়ে উঠেছে আন্ত একটা নতুন পরিবার।শুধু পূজো নয়, মণ্ডপে পা রাখলে বোঝাই দায় এটা কানাডা না কলকাতা! সুবাসিত ধূনার গন্ধের সাথে বাতাসে ভাসছে তেঁতুল জলের ফুচকা আর বাঁঝালো ঝালমুড়ির সুবাস। এক লিটে কলকাতার পূজো প্যান্ডেলের সব স্মৃতিই জীবন্ত এখানে।তবে সবচেয়ে বড় চমক এর বহুভাষিক সম্মিলিত। এখানে বাঙালি যেমন একমনে ধুনটি নাচে মেতেছে, তেমনই পাশে দাঁড়িয়ে পা মিলিয়েছেন গুজরাতি, মারাঠি, তামিল ও মালয়ালি প্রতিবেশীরা। ঢাকের বোলার সাথে মিশে গেছে গরবা আর ডাঙিয়ার ছন্দ। ভিন্ন প্রদেশের মানুষরাও এসে অঞ্জলি দিচ্ছেন, পাত পেড়ে ভোগ খাচ্ছেন, আর উৎসবের আনন্দে শামিল হচ্ছেন শিকড়কে ধরে রাখার এই জেদ আজ শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করেনি, এর পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে ভারতের নানা প্রান্তের মানুষকে এক ছাদের তলায় বেঁধে দিয়েছে এক অদ্ভুত মায়ায়।



লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও

বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com



মেলায় অখাদ্য সামগ্রীর রমরমা ! নষ্ট বিপুল খাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইছামতির তীরে তেঁতুলিয়ার মেলায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের হানা, সরবতে অনুপযোগী বরফ ও মিস্তিভে কৃত্রিম রঙের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের।

উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ইছামতি নদীর তীরে পুজো উপলক্ষে বসেছে মেলা। আর সেই মেলাতেই খাবারের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় যৌথ অভিযানে নামল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, স্থানীয় থানা ও ব্রক প্রশাসন। অভিযানে প্রায় ২০০ কেজি পানীয়ের অনুপযোগী বরফ এবং ২৩৫ কেজি খাদ্য হিসেবে বিক্রির অনুপযুক্ত সামগ্রী নষ্ট করা হয়েছে বলে প্রশাসন

সূত্রে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, মেলায় সরবত তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছিল এমন বরফ, যা পানীয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী বরফ পানীয়তে মেশানো হচ্ছিল বলে সন্দেহ। অন্যদিকে, বিক্রির জন্য রাখা গজা মিস্তিভে কৃত্রিম রাসায়নিক রঙ ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। অভিযানে ওই সামগ্রীগুলি চিহ্নিত করে নষ্ট করা হয়।

জনসমাগমপূর্ণ মেলায় খাবারের নামে মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এই অভিযান নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। অস্থায়ী দোকান বিক্রি হওয়া পানীয় ও মিস্তির গুণমান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নজরদারি কতটা কার্যকর,

তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলায় খাবারের দোকান চালাতে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে এক্সএসএসআই-এর লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন থাকা প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে এই নিয়ম মানার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

তবে অভিযানে চিহ্নিত সামগ্রীগুলির উৎস কী, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম রূপতে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সীমান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ মেলায় খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নজরদারি কতটা ধারাবাহিক থাকে, এখন সেটাই দেখার।

টাওয়ার বসানোর ফাঁদে প্রতারণা ! গ্রেপ্তার সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মোবাইল টাওয়ার বসানোর নাম করে মোটা টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ। দুর্গাপুরের বেনাচিতিতে একটি ভাড়া বাড়িতে অফিস খুলে দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতারণার কারবার চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিহারের একটি দলের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কান্থ-যুবতীদের সঙ্গে নিয়ে চলছিল এই চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে তিন যুবতী-সহ মোট সাতজনকে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক নকল পরিচয়পত্র, সিম কার্ড, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ল্যান ফোন-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী।



মোবাইল পরিষেবা সংস্থার টাওয়ার বসানোর নাম করে বাড়ি বা জমির মালিকদের মোটা টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হত। সেই প্রস্তাবে কেউ রাজি হলে বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছ থেকে ওটিপি চাওয়া হত বলে অভিযোগ। এরপর সেই ওটিপি ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ

পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর রাজ্য পুলিশের সাইবার বিভাগের সহযোগিতায় এবং দুর্গাপুরের এ-জেনে ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ওই বাড়ি থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বেশ কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রয়াত নাট্যকার, নির্দেশক ও নাট্যপত্র ‘আননায়ুধে’র সম্পাদক স্বপন রায়



নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: না-ফেরার দেশে চলে গেলেন বিশিষ্ট নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা স্বপন রায়। ২৩ অক্টোবর ২০২৬, শনিবার, ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণে বাংলা নাট্যজগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। আনন নাট্যদলের অন্যতম রূপকার এবং বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নাট্যপ্রতিকা

‘আননায়ুধে’র সম্পাদক হিসেবে তিনি নাট্যচর্চার জগতে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। নাট্যকার ও নির্দেশক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। অভিনয়শিল্পী হিসেবেও তিনি দর্শক ও নাট্যপ্রেমীদের কাছে পরিচিত ছিলেন। ‘সুদিনের লেগে’ নাটকের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ‘মহাজ্ঞানী’, ‘কয়েন’, ‘কবি কালিদাস’, ‘পাখি’ ও ‘বিশ্বহরি’। নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও বক্তা হিসেবেও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য নাট্যদল তাকে সম্মানিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিন মেলাতেও তিনি সম্মাননা লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নাট্য ও সাংস্কৃতিক মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়। কলকাতা থেকে তার মৃতদেহ এনে সিউড়ি সিধু কান্থ মুক্তমাঞ্চল তাঁর মরদেহ পাঠায় রাখা হয়। সেখানে নাট্যকর্মী, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বহু মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর তাঁর মরদেহ সিউড়িতে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তিনি যে স্টুডিওতে কাজ করতেন, সেই ‘রূপছায়া’তেও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর গ্রামের বাড়ি নগরীতে।



কেন তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রশাসনিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

দুই বধূর বুলন্ত দেহ উদ্ধার, একজনকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়ায়া: পৃথক দুটি গ্রাম থেকে দুই গৃহবধূর বুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাড়ায়ায়। মৃতাদের নাম তাজমিরা বিবি (২৭) ও চম্পা মল্লিক (৩২)। দুটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়ায়া থানার পুলিশ। এক গৃহবধূর মৃত্যুর খবরে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অন্য ঘটনার তদন্তে মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বসিরহাট মহকুমার হাড়ায়া থানার অন্তর্গত বরজ ও নাসিরহাট গ্রামে পৃথক দুটি ঘটনা ঘটে। ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দুটি বাড়ি থেকে গৃহবধূদের বুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হাড়ায়া থানায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বরজ গ্রামের বাসিন্দা তাজমিরা বিবির মৃত্যুকে ঘিরে তাঁর পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। এই অভিযোগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে হাড়ায়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, নাসিরহাট গ্রামের চম্পা মল্লিকের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগের কথা জানা যায়নি। পরিবারের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। এই ঘটনায় চম্পার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

দুই গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে হাড়ায়া থানার পুলিশ।

বিসর্জনে এসে যুবক গঙ্গায় নিখোঁজ, ফেরিঘাটে ভাঙচুরের ভিডিও প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দুর্গোৎসব শেষে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে এসে অসাবধানতাবশত গঙ্গায় তলিয়ে যান এক যুবক। পূর্ব বর্ধমানের কালনা ফেরিঘাটের ঘটনা ঘিরে পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনুমতিহীন ঘাটে কী ভাবে ভেসেলে চেপে প্রতিমা নিরঞ্জনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রাতভর খোঁজ চালিয়েও ওই নিখোঁজ যুবকের সন্ধান মেলেনি। এরপরেই একদল উত্তেজিত যুবক ফেরিঘাটে এসে অফিসে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পরেই শুক্রবার সকাল থেকে কালনা ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী।

কালনা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল জানান, বৃহস্পতিবার রাতে কালনা ফেরিঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নদীর জলে এক তরুণ নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপরেই একদল দম্ভুতী এসে ফেরীঘাটে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ শুক্রবার সকালে সেই ভাঙচুর চালানোর সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ করে দাবি করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত দম্ভুতীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফেরিঘাট বন্ধ থাকবে। হঠাৎ ফেরিঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন নদিয়া ও বর্ধমানের হাজার হাজার যাত্রী।

আরামবাগে মহিলা খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ধৃতের নাম শেখ শাহিদ। তাঁর বাড়ি হুগলির চণ্ডীতলার। আরামবাগের চাঁদুর জঙ্গলে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত ২৩ জুন আরামবাগের চাঁদুর জঙ্গলে গিয়েছিলেন ওই এলাকারই বাসিন্দা মনসা বাণ। পরে জঙ্গল থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর একটি হাত কাটা ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চণ্ডীতলার এক বাক্তি ওই মহিলাকে খুন করে পালিয়েছে। ধৃত শেখ শাহিদ কোনও কুরম করতে জঙ্গলে ঢুকছিল। সেটা দেখে ফেলায় মনসা বাগকে ধরাল অস্ত্র দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুন করে শাহিদ। খুন করার তাঁর একটি হাতও লোপাট করে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, শুরুতে এই খুনের ঘটনার কোনও কিনারা করা যাচ্ছিল না। এর পরেই বিশেষ সূত্র ধরে আরামবাগ থানার আইসি তদন্ত শুরু করেন। বৃহস্পতিবার রাতে চণ্ডীতলার বাড়ি থেকেই শেখ শাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাহিদের বাড়ির আশপাশ থেকেই মনসা বাগের কাটা হাতটি উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের জেল হেজাপতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশের দাবি, জেয়ার মুখে ধৃত শাহিদ তাঁর দোষ স্বীকার করে নিয়েছে।

হাবড়া স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম



নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ভাঙচুরের পর প্রথমবার ডিআরএম পরিদর্শন। রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হতেই রাজ্যের একাধিক রেল স্টেশনে জবরদখলদারীদের সরানো হল রেলের জমি থেকে। বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুর করা হয় অবৈধ নির্মাণ। এদিন হাবড়া স্টেশন পরিদর্শন করতে আসেন পূর্ব বেঙ্গলেজে ডিআরএম। হাবড়া স্টেশন পরিদর্শন করলে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাল্বেনা। শনিবার পূর্ব রেলের অন্যান্য কর্তাদের সঙ্গে হাবড়া স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। স্টেশনের উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান রাজীববাবু। স্টেশন এলাকায় রেলের জায়গায় তৈরি হবে একটি মিনি মার্ট। তৈরি হবে ওভারব্রিজ সেড ও বাধরুম। আগে যে জায়গায় দোকান ছিল সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কথাও বলা হয়েছে। একই দিনে তিনি বনগাঁ শিয়ালদহ শাখায় বেশ কয়েকটি স্টেশন পরিদর্শন করেছেন।

ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রীকে কটুক্তি-আপত্তিকর মন্তব্য! ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে হুগলি জেলা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কার্তিক বণিক। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফেসবুক লাইভ করেন তিনি।

ধানে দেবী লক্ষ্মী, নজির বাঁকুড়ার ইন্দ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অন্নপূর্ণা যোজনার ভান্ডের ভীতর দেবী দুর্গার পর ধানের উপর মাটি দিয়ে দেবী লক্ষ্মী পূজার ছুটিকে কাজে লাগিয়ে ফের অভিনব শিল্পকর্ম তৈরি করে নজর কাড়লেন বাঁকুড়ার শিল্পী ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়।

বাজার থেকে কেনা একটি ধানের দানার উপর মাটি ও রঙের সাহায্যে নিপুণ হাতে দেবী লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র প্রতিমা তৈরি করেছেন তিনি।



লাল শাড়ি, হলুদ গাত্রবর্ণ, মাথায় মুকুট, প্রতিটি খুঁটিমাটিতে রয়েছে শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতার ছাপ। ইন্দ্রনীল জানান, ধানের দানার ওপর মাটি বসানোই ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। সামান্য ভুল হলেই প্রতিমা ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাটি লাগানো থেকে শুরু করে শুকানো, গ্রাইমার, রং এবং চক্ষুদান, সব মিলিয়ে এই ক্ষুদ্র লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ থেকে ছদিন।

ক্ষত্রিয় সমাজ বন্ধু মহা মিলনমেলা ২০২৬ সম্পন্ন



নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সমাজের ঐক্য, সংহতি ও সার্বিক উন্নয়নের বার্তা নিয়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ক্ষত্রিয় সমাজ বন্ধু মহা মিলনমেলা ২০২৬। অংশগ্রহণ ৪৫ টি গ্রামের ৬০০-রও বেশি সদস্যর। পুরুলিয়া জেলার পুষ্কা থানার অন্তর্গত বারমেশা গ্রামের জুনিয়র স্কুল প্রাঙ্গণে এই মহা মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রায় ৪৫টি গ্রামের ৬০০-রও বেশি সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় সমাজ বন্ধু একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন, যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ করা, পাশ্চাত্যিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা এবং আগামী দিনের সামাজিক কর্মসূচিগুলিকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলা।

এই মহা মিলনমেলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন গ্রামের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও ঐক্য বৃদ্ধি করা এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ় করা। বিপুল সংখ্যক সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা কর্মসূচি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

সংগঠনের সভাপতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্ষত্রিয় সমাজ বন্ধু দীর্ঘদিন ধরেই অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আগামী দিনেও আরও বেশি সংখ্যক মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করাই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজের যুবশক্তিকে সঠিক পথে উদ্ভুদ্ধ করা, তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং সামাজিক উন্নয়নের কাজে যুক্ত কর্মসূচিগুলিকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলা।



দাসপুরের সাগরপুরে লক্ষ্মীপুজো উদ্বোধনে উপস্থিত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, দাসপুর বিধানসভার বিধায়ক তপন দত্ত।

শ্যামাপ্রসাদের বইয়ের শব্দচয়ন-বিষয়বস্তু বিকৃতি ! বচসা-উত্তেজনা

সোমা মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়িতে সিপিএমের বুক স্টলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা একটি বইয়ের শব্দচয়ন ও বিষয়বস্তু ঘিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সিপিএম কর্মীদের মধ্যে তীব্র বচসা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। যার জেরে সিপিআইএম ও বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক বচসা এবং একে অপরের ওপর দোষারোপ শুরু হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের গাদিয়্যারকুঠি এলাকায় একটি মেলায় সিপিএমের একটি স্টলে বৃহস্পতিবার রাতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে সিপিএমের অভিযোগ। এই হামলার পেছনে বিজেপি সমর্থকরা জড়িত ছিল বলে সিপিএম নেতাদের অভিযোগ। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সিপিএমের বুক স্টলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি বই বিক্রি করা হচ্ছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের অভিযোগ, ওই বইয়ে ব্যবহৃত

শব্দচয়নে আপত্তি রয়েছে। সিপিএমের অবস্থান সিপিএম কর্মীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমস্ত অভিযোগ এবং আপত্তি খারিজ করে দেন। এদিকে দুর্গাপূজার পবিত্রতা ও সনাতন ধর্মের আবেগ নিয়ে রাজনৈতিক কটাক্ষ সিপিআই(এম) এর আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে শিলিগুড়ির রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সমিতির সদস্যরা। তাদের মতে, দুর্গাপূজা বাঙালির আত্মপরিচয়, সনাতন ধর্মের চিরন্তন বিশ্বাস এবং মানুষের গভীর আবেগের প্রতীক। সেই পবিত্র উৎসবের আবহকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার করে প্রতিটা বাঙালির আরাধ্য দেবী মা দুর্গাকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা কোনও ভাবেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিচয় হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তারা। শিলিগুড়িতে সিপিএমের বুকস্টলকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে রাজ্যের মন্ত্রী ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, নীতিগত বিষয়ে বিরোধিতা থাকা স্বাভাবিক, তবে বইয়ের ওপর কোনও ধরনের আক্রমণ বা তাণ্ডব নিন্দনীয়।

পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: লক্ষ্মীপূজার আগের দিনই মর্মান্তিক দৃশ্যটনা। বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই নাবালক ভাইয়ের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাত পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ পল্লি এলাকায়। মৃতদের নাম রত্ন দাস (১৪) ও দেবান্য দাস (১২)। সম্পর্কে তারা জাঠভৃত্যে ও খুড়ভৃত্যে ভাই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে নামে দুই ভাই। স্নানের সময় তারা জলে তলিয়ে যেতে থাকলে পাশের বাড়ির দোতলা থেকে এক প্রতিবেশী তা দেখতে পান। চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে ডাকেন তিনি। কিন্তু সাহায্য পৌঁছানোর আগেই জলে তলিয়ে যায় দুই কিশোর।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ ও দমকলকর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করেন। পরে দু'জনে পুকুর থেকে উদ্ধার করে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। লক্ষ্মীপূজার আগে দুই কিশোরের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাহত রামকৃষ্ণপল্লি। যে বাড়িতে উৎসবের প্রস্তুতি চলার কথা, সেখানে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ছাত্র সংসদের দাবিতে জামিয়ায় খণ্ডযুদ্ধ, আপাতত কিছুদিন অনলাইনে চলবে ক্লাস

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের খণ্ডযুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠল দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সাত সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে জামিয়া প্রশাসন। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ‘ফ্রি কাশ্মীর’ স্লোগান লেখা হয়। তারপরই বিতর্ক বাড়ে। বিক্ষোভের জেরে শনিবারও অশান্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে পড়ুয়াদের। জানা যাচ্ছে, সংঘর্ষের পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছে পঠনপাঠন। আপাতত অনলাইন পদ্ধতিতে চলবে ক্লাস। এমনটাই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।



পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। গোটা ঘটনায় দিল্লি পুলিশের কাছে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি মূলত ছাত্রসংসদের পুনর্বহাল, যা ২০০৬ সালে ক্যাম্পাসে হিংসার জেরে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়। তবে শুক্রবার দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত শারজিল ইমামের মুক্তির দাবি এবং জম্মু ও কাশ্মীর নিয়েও স্লোগান তোলেন আন্দোলনকারীরা।

২০০৬ সালে ক্যাম্পাসে ব্যাপক হিংসা, শিক্ষকদের উপর হামলা এবং পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার জেরে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (জেএমআইএসইউ) ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় দুদশক পর সেই ছাত্র সংসদ পুনরায় চালুর দাবিতে গত ১২ অক্টোবর থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়াদের একাংশ। পাঁচ জন পড়ুয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনেও বসেন। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের তাঁবু নিরাপত্তারক্ষীরা খুলে নিতে গেলেই

দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বচসা ও খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। বাম ছাত্র সংগঠন আইসার অভিযোগ, কোনও প্ররোচনা ছাড়াই গত ১৭ ও ১৮ অক্টোবর অনশনরত পড়ুয়াদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং তাদের উপর জোরজুলুম চালায় প্রশাসন।

গত রবিবার সন্ধ্যায় উপাচার্য মাজহার আসিফ, রেজিস্ট্রার মহম্মদ মেহতাব আলম রিজভি এবং পরীক্ষা নিয়ামক এহতেশামুল হক-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একটি বৈঠক হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোমবার একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরাতে এবং পড়ুয়াদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখতে সিনিয়র ডিন ও অধ্যাপকদের নিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে দায়িত্ব নেওয়া বর্তমান প্রশাসন দুই দশকের এই অচলাবস্থা কাটাতে বদ্ধপরিকর বলেও জানানো হয়েছে।

অন্য দিকে, গত ২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে একটি চিঠি দিয়েছেন সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস। প্রায় দুদশক ধরে ক্যাম্পাসে কোনও নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি সংবিধানের বাকস্বাধীনতা, ইউজিসি-র নির্দেশিকা এবং ছাত্র নির্বাচনের বিষয়ে লিখেডা কমিটির সুপারিশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

‘সম্পদ সুরক্ষিত’, গ্রাহকদের আশ্বাস স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: বৃথবারই গ্রাহকদের গোপন তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এবার গ্রাহকদের ভরসা দিতে পাঠানো হল মেসেজ। মেসেজে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জানাল, গ্রাহকদের চিস্তিত হওয়ার কারণ নেই, তাঁদের সব সম্পদ ব্যাঙ্কের হেপাজতে সুরক্ষিতই রয়েছে।

দিনকয়েক আগে সাইবার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা একটি পোস্টে দাবি করে, এসবিআইয়ের প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রাহক-তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তবে এসবিআই জানায়, স্টেট ব্যাঙ্কের ৩৮৯৭ জন গ্রাহকের তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকার গ্যাং। যে গ্রাহকদের তথ্য চুরি হয়েছে, প্রত্যেক গ্রাহককে ব্যক্তিগত স্তরে সেটা জানানো হয়েছে। গ্রাহকদের কাছে স্টেট ব্যাঙ্কের আবেদন, ‘ডিজিটাল লেনদেনের নিরাপদ মাধ্যম ব্যবহার করুন। কোনওরকম প্রলোভনে পা দেবেন না।’

দিন কয়েক আগে সাইবার নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ‘সাইবারপালস৫৬’ সমাজমাধ্যমে



একটি পোস্ট করে। সেখানে তারা দাবি করে, এসবিআইয়ের প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রাহকের তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য, বাড়ির ঠিকানা, স্বাগের আবেদন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আবেদন সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ড। তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আবেদন সাইবার হামলার মাধ্যমে হ্যাকাররা দাবি, এই সাইবার হানার নেপথ্যে রয়েছে ‘সিরিয়াসিম’ নামে একটি হ্যাকার গোষ্ঠী।

এই সংবেদনশীল তথ্যগুলি কমা-সেপারেটেড ভ্যালু বা সিডিএস ফরম্যাটে রয়েছে হ্যাকারদের

কাছে রয়েছে। পাশাপাশি, তাদের কাছে রয়েছে ২ হাজার ৭২২টি পিডিএফও। ‘সাইবারপালস৫৬’-এর এহেন দাবির পর মুখ খুলেছে এসবিআই। তারা খবরটি মেনে নিয়েছে। এসবিআই জানিয়েছে, বড়সড় সাইবার হামলার মাধ্যমে হ্যাকাররা ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের তথ্য ভাগুরে প্রবেশ করে এবং হাতিয়ে নিয়েছে প্রচুর সংবেদনশীল তথ্য। তবে একই সঙ্গে এসবিআই জানিয়েছে, উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গ্রাহকদের সম্পদ সুরক্ষিত।

হাইকোর্টের নির্দেশে শান্তিরক্ষার ‘মুচলেকা’ দিতে হবে নেহাকেও !

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর: ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। দিল্লি হাইকোর্টে দাবি করেছিলেন নেহা বোরো। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না। অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রান্ধাৱ মতো তাঁকেও শান্তিরক্ষার মুচলেকা দিতে হবে। এমনকী জমা দিতে হবে ১০ হাজার টাকার বন্ডও। দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে স্টেটই স্পষ্ট হয়ে গেল। উল্লেখ্য, নোটসিৎ বলা হয়, নেহাকে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে হবে এবং আগামী দিনে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকার করে মুচলেকা দিতে হবে। নেহার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল, শান্তিভঙ্গ ও আইন ভেঙে জমায়েরের ডাকের।

১৬ অক্টোবর ককরোচ জনতা পার্টির তথাকথিত বিক্ষোভের আগে আটক করা হয় নেহাকে। পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রান্ধাৱ, বা সৌরভ দাসদের মতো তাঁকে প্রিভেন্টিভ আরেস্ট করা নেহা। কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পরও তাঁকে দিল্লির স্পেশ্যাল এন্ট্রিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের তরফে



একটি নোটসিৎ পান নেহা। দিল্লির স্পেশ্যাল এন্ট্রিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের ওই নোটসিৎকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন নেহা। তাঁর তরফে আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম জানান, ১৬ অক্টোবরের বিক্ষোভে নেহার কোনও

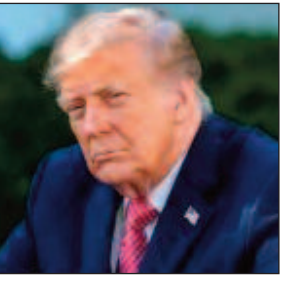
ভূমিকাই ছিল না। তাছাড়া নেহা কোনওরকম আইন ভাঙেননি। শান্তিভঙ্গও করেননি। আইনজীবীর দাবি ছিল, বিক্ষোভে নেহার ভূমিকা ছিল না বলেই তাঁকে মাত্র ১৫-১৬ মিনিটের জন্য আটক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পালটা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি ছিল, নেহা বারবার প্রকাশে সরকারি বদলের হুমকি দিয়েছেন। জমায়ত ও বিক্ষোভে উস্কানি দিয়েছেন। বেশ কিছু ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট প্রমাণ হিসাবে আদালতে তুলে ধরে সরকার। দু’পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্ট নেহার আর্জি খারিজ করে দেয়। তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা বক্তব্য জানাতে হবে সম্প্রদায় এন্ট্রিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই। একই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতকেও জানানো হল, নেহার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ, কী কী নথি রয়েছে সেসব তথ্যও নেহাকে দিতে হবে। যার অর্থ, আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে নেহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নির্দেশ মতো পিস বন্ডে সই করতে হবে। এবং ১০ হাজার টাকার বন্ডও জমা দিতে হবে।

ফিলিপিনে প্রশিক্ষণের সময় মৃত বায়ুসেনার ৪ পাইলট

ম্যানিলা, ২৪ অক্টোবর: প্রশিক্ষণ চলাকালীন মাঝাকাশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পাশাপাশি চলার সময় ধাক্কা লাগে দুই সামরিক বিমানের। দুর্ঘটনার জেরে মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটি। এই ঘটনায় ৪ জন পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে দেশটির বিমান বাহিনী। ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ফিলিপিন্সের ম্যানিলাৱ দক্ষিণে ফার্নান্দো বিমান ঘাঁটিতে। বায়ুসেনার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আকাশে উড়েছিল একাধিক বিমান। প্রশিক্ষণ চলাকালীন হঠাৎই পাশাপাশি চলে আসে দুটি এসএফ-২৬০ এয়ারক্রাফট। মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কা লাগে বিমান দুটির প্রপেলামের। এরপরই মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমান দুটি। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় বিমানে থাকা ৪ জন পাইলটের।

বিবিসির বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় ট্রাম্পকে দ্রুত জবানবন্দির নির্দেশ

ওয়াশিংটন, ২৪ অক্টোবর: ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জবানবন্দি দিতে নির্দেশ দিল ফেডারেল আদালত। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলায় কোর্টে দাঁড়িয়ে শপথ করেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। জবাব দেওয়া এড়াতে মামলার কার্যক্রম বিনশিত করছেন ট্রাম্প, এমনই অভিযোগ। এবার তলব করেছে আদালত। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি দেওয়া ট্রাম্পের একটি ভাষণের ভিডিও সম্পাদনা করে বিভ্রান্তিকভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে গত ডিসেম্বরে ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে মামলাটি



হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে বিবিসির বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলার মানহানির ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। ওই ভিডিও সম্পাদনার বিষয়টি বিবিসি স্বীকার করেছে এবং ট্রাম্পের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। তবে মানহানির অভিযোগে নিজেদের দায় অস্বীকার করেছে ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যমটি। তবে ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলছেন, বিবিসির চাওয়া তথ্যের পরিধি অতিরিক্ত

বিস্তৃত এবং মামলার সঙ্গে এসব তথ্যের সম্পর্ক নেই। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে তাঁরা আরও দাবি করেছেন, জবানবন্দি এড়ানোর চেষ্টা করছেন না ট্রাম্প। বরং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিবিসির অভিযোগ, মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্য চেয়ে করা অনুরোধের জবাব দিতে ট্রাম্প ও তাঁর আইনজীবীরা অযথা দেরি করছেন। মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট এনজেলিক লেট নির্দেশ দেন, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা নাম, বরং বিবিসির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের দায়ের করা এই মামলায় আগামী ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁকে বিবিসির আইনজীবীদের প্রশ্নের উত্তর শপথ নিয়ে দিতে হবে। গত অক্টোবরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে জবানবন্দি দেওয়ার নির্ধারিত কার্যক্রম বাতিল করেছিলেন ট্রাম্প।



তিলক-নীতীশের ব্যাটে শেষ ওভারে অবিশ্বাস্য জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় হারতে বসা ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতের। শেষ পাঁচ ওভারে জয়ের জন্য প্রায় ৭০ রান দরকার ছিল। হাতে ছিল মাত্র চার উইকেট। সেখান থেকে তিলক বর্মা ও নীতীশ কুমার রেড্ডির লড়াইয়ে ম্যাচ বের করে নিল ভারত। শনিবার ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল শ্রেয়স আইয়ারের দল। ১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৯.৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। তিলক অপরাজিত ৫১ এবং নীতীশ অপরাজিত ২৬ রান করেন।



শুরুটা ভাল করলেও দ্রুত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত। সঞ্জু স্যামসন ১৪, অভিষেক শর্মা ২৭, ভৈবব সূর্যবংশী চার, শ্রেয়স আইয়ার সাত এবং অক্ষর প্যাটেল ১১ রান করেন। নমন ঘীর ১৭ বলে ৩১ রান করে লড়াইয়ে ফেরান দলকে। কিন্তু ১১২ রানে ষষ্ঠ উইকেট পড়ার পরে কঠিন হয়ে ওঠে জয়। সেখান থেকে

তিলক ও নীতীশের জুটি ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়। তিলক ২৬ বলে অপরাজিত ৫১ রান করেন। নীতীশ ১৩ বলে ২৬ রান করে জয়সূচক রান নেন। নিউজিল্যান্ডের হয়ে মিচেল স্যান্টনার ২১ রানে চারটি উইকেট নিলেও শেষ পর্যন্ত দলকে জেতাতে পারেননি। জ্যাকব ডাফি ও নাথান স্মিথ একটি করে উইকেট পান।

বিদায় জয়বর্ধনের, মুম্বইয়ের নতুন হেড কোচ পোলার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচিংয়ে নতুন অধ্যায়। দলের হেড কোচের দায়িত্বে এবার কাইরন পোলার্ড। এতদিন ব্যাটিং কোচ হিসেবে মুম্বইয়ের ড্রেসিংরুমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন তারকার। এবার আরও বড় দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, জসপ্রীত বুমাৱহদের নিয়ে তৈরি তারকাখচিত দলকে সাফল্যের পথে ফেরানোই হবে পোলার্ডের প্রধান লক্ষ্য। তবে মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলের মধ্যে বোঝাপড়া ও সংহতি ফেরানোও তাঁর কাছে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। কিছুদিন আগেই মাহেলা জয়বর্ধনকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেলেন পোলার্ড। মুম্বইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আইপিএলে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েই খেলেছেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। দলের একাধিক সাফল্যের সাক্ষী তিনি। ফলে মুম্বইয়ের পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং সমর্থকদের প্রত্যাশা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকেই এবার কোচ হিসেবে কাজে লাগাতে চাইবেন তিনি। কিন্তু নতুন দায়িত্বে পোলার্ডের সামনে চ্যালেঞ্জ কম নয়। গত কয়েকটি মরশুমে প্রত্যাশা অনুযায়ী ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি মুম্বই। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ানদের ঘিরে মাঠের বাইরের নানা ঘটনাও বারবার আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে অধিনায়কত্বের পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। রোহিত শর্মার পরিবর্তে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত মুম্বই সমর্থকদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছিল। দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়েও বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনা হয়েছে। মনে পরিস্থিতিতে ড্রেসিংরুমে পরিবেশ স্বাভাবিক রাখাই পোলার্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হতে চলেছে। রোহিত, হার্দিক, বুমাৱহ এবং সূর্যকুমার যাদবের মতো তারকারদের নিয়ে দল সাজানো থাকলেও, প্রত্যেকের ভূমিকা ও প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ কাজ নয়। অধিনায়ক, সিনিয়র ক্রিকেটার এবং কোচিং স্টাফের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও জরুরি। জয়বর্ধনকে কোচ থাকাকালীনই রোহিতের জয়গায় হার্দিককে অধিনায়ক করা হয়েছিল। এবার সেই দলেরই দায়িত্ব নিচ্ছেন পোলার্ড, যাঁর সঙ্গে একসময় একই ড্রেসিংরুম ভাগ করে নিয়েছেন রোহিত-হার্দিকরা। ফলে কোচ হিসেবে তাঁকে এক্ষেত্রে যেমন প্রাক্তন সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, অন্যদিকে প্রয়োজন অনুযায়ী কঠিন সিদ্ধান্তও নিতে হতে পারে। বাল্লভত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হবে তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। নতুন দায়িত্ব পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পোলার্ড। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, এই দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দলটি তাঁর জীবন এবং কেরিয়ারের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। নীল-সোনালি জার্সি ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন।

অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে লাওসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে শুরু ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফার অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপ ও ফুটবল উৎসবে প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ভারত। শনিবার আজারবাইজানৱ বাকুতে লাওসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ পুরুষ দল। ম্যাচে জোড়া গোল করে নজর কাড়লেন আর লালরেমকরয়াতফেলা। অধিনায়ক ম্যাকডনিশ এনগাইৱাংবাম ও সৌম্যজিৎ সরকার একটি করে গোল করেন। দুই গোলের ব্যবধান তৈরি করেও মাঝপথে সমতা হারিয়েছিল ভারত। তবে শেষ দিকে পরপর দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে তারা। শুরু থেকেই আক্রমণে বাড় তোলে বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের ভারত। সপ্তম মিনিটে দীপক সিং আরামবামের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাকডনিশ। চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লালরেমকরয়াতফেলা। দীপকের গায়ে লেগে লাওসের ক্রিয়ার করা বল তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠান তিনি। কিন্তু ভারতীয় দলের সেই স্বস্তি বেশিশশ স্থায়ী হয়নি। ১২ মিনিটে দূর থেকে শট নিয়ে লাওসের হয়ে ব্যবধান কমান আনাভিন জাইৱাসোনে।

প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। বিরতির পর ২৪ মিনিটে উৎসবে প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ভারত। শনিবার আজারবাইজানৱ বাকুতে লাওসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ পুরুষ দল। ম্যাচে জোড়া গোল করে নজর কাড়লেন আর লালরেমকরয়াতফেলা। অধিনায়ক ম্যাকডনিশ এনগাইৱাংবাম ও সৌম্যজিৎ সরকার একটি করে গোল করেন। দুই গোলের ব্যবধান তৈরি করেও মাঝপথে সমতা হারিয়েছিল ভারত। তবে শেষ দিকে পরপর দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে তারা। শুরু থেকেই আক্রমণে বাড় তোলে বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের ভারত। সপ্তম মিনিটে দীপক সিং আরামবামের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাকডনিশ। চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লালরেমকরয়াতফেলা। দীপকের গায়ে লেগে লাওসের ক্রিয়ার করা বল তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠান তিনি। কিন্তু ভারতীয় দলের সেই স্বস্তি বেশিশশ স্থায়ী হয়নি। ১২ মিনিটে দূর থেকে শট নিয়ে লাওসের হয়ে ব্যবধান কমান আনাভিন জাইৱাসোনে।

প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। বিরতির পর ২৪ মিনিটে উৎসবে প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ভারত। শনিবার আজারবাইজানৱ বাকুতে লাওসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ পুরুষ দল। ম্যাচে জোড়া গোল করে নজর কাড়লেন আর লালরেমকরয়াতফেলা। অধিনায়ক ম্যাকডনিশ এনগাইৱাংবাম ও সৌম্যজিৎ সরকার একটি করে গোল করেন। দুই গোলের ব্যবধান তৈরি করেও মাঝপথে সমতা হারিয়েছিল ভারত। তবে শেষ দিকে পরপর দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে তারা। শুরু থেকেই আক্রমণে বাড় তোলে বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের ভারত। সপ্তম মিনিটে দীপক সিং আরামবামের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাকডনিশ। চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লালরেমকরয়াতফেলা। দীপকের গায়ে লেগে লাওসের ক্রিয়ার করা বল তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠান তিনি। কিন্তু ভারতীয় দলের সেই স্বস্তি বেশিশশ স্থায়ী হয়নি। ১২ মিনিটে দূর থেকে শট নিয়ে লাওসের হয়ে ব্যবধান কমান আনাভিন জাইৱাসোনে।

Tender is invited by the undersigned for the work "Temporary illumination and allied electrical works at Milan Mela Prangan on 26 October 2026 in connection with the Bijaya Sammilani to be attended by the Hon'ble Chief Minister of West Bengal and the Durga Puja 2026 Organising Committee.". Tender No: **741IR/T/KCED/III of 2026-27**. Bid Submission end date Upto **01.00 PM on 24/10/2026**. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the under-signed. Corrigendum if any will be published only the said website

Sd/- B.Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯১১

JETIA GRAM PANCHAYAT
Zilla Parishad, Noth 24 Parganas, Barrackpore-1
NOTICE INVITING TENDER

e-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 2 (Four) nos of work. **NIT No.: JGP/594/2026, Dated: 08/10/2026**, Bid submission End date: **04.11.2026 at 12:00PM**.

e-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 5 (Five) nos of work. **NIT No.: JGP/610/2026, Dated: 14/10/2026**, Bid submission End date: **27.10.2026 at 12:00PM**. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jetia Gram Panchayat



রবিবার • ২৫ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮

অন্ন-জল ব্যতিরেকে ব্যতিক্রমী প্রহ্লাদ ও মুলুওয়ার্ক

কবিতা

এপিট্যাফ

শান্তনু রায়



রবীন্দ্রনাথ আর শেক্সপীয়র পড়া সুন্দরী মধু ঢেলে বলেছিল
প্রথম রজনীতে, আমি ভালো মেথি-চিকেন বানাতে পারি।
মুদু হেসে ছেলেটি বলেছিল- তুমি নন্দিনী হতে চাও না!
প্রিয়তম কে আলতো ছুঁয়ে বলেছিল মেয়েটি- আমি রক্তকরবী।

ছেলেটি আবার বলে -আচ্ছা, আমি যদি তোমার নিখিলেশ হই
শুধু অন্দরমহলের সীমায় নয়, চাই পেতে তোমায় বাইরের অঙ্গনেও।
মেয়েটির চোখের মদির হাসিতে ছিল সব না বুঝেও মধুর বারতা
গানই আমার প্রাণ, ভরবে মোদের ভুবন কবিতা আর গানে।

যায় হারায়ে ক্রমশ স্বপ্নিল ক্যানভাস ধূসর দাম্পত্যের দৈনন্দিনতায়
দিয়ে ছুটি গান-কবিতা, স্মার্টফোনে খোঁজা শুধু রন্ধন-প্রণালী
নিশ্চিত বৈভবে আয়েশে যাপনে ‘সুখ’ খুঁজে ফেরা মিছে অভিমানে
সরগম নয়, প্রিয় ওয়াশিং মেশিন কুকারের সিটি-হাটা-খুস্তির যুগলবন্দী
মরীচিকার মায়ায় কাঙ্ক্ষিত যাপন এখন লক্ষা জিরে হলুদ ও ফোড়নে
অদৃশ্য ধুলো মুছে ক্লান্ত, নয় আনখুশি ‘ঘরকন্নার’ স্বেচ্ছাবন্দী জীবনে।

শোকসে রবীন্দ্র-শরৎ রচনাবলী আর জীবনানন্দ; নাই হলো অবসর
পাতা ওলটানোর, তবু তো গৃহসজ্জায় স্বাভিমান-রুচির প্রদর্শন,
খোয়ালি পরশ পায় কখনো ধুলো জমা গীতবিতান অযত্নের হারমোনিয়াম
আনমনে হয় স্মৃতি রোমন্থন-ছিল তো একদা অন্যরকম ঈঙ্গিত জীবন।

দুর্গা আসে

বিভাস গুহ



বর্ষা শেষে শরৎ আসে
শিশির হাসে সবুজ ঘাসে
ফোটে ধবল কাশ
লাঙল কাঁধে ছোটো চাষী
মুখে তাদের মিষ্টি হাসি
আমন করে চাষ।

জুঁই মালতি ফুলে ফুলে
রঙিন প্রজাপতি দুলে
হাওয়ায় ছড়ায় ঝাণ
দুধ সাদা মেঘ আকাশ জুড়ে
আগমনী গানের সুরে
নাচে মন ও প্রাণ।

শরৎ এলে শাপলা হাসে
মতর্ধামে দুর্গা আসে
বেজে ওঠে ঢাক
ঢাম কুড়াকুড় ঢাম কুড়াকুড়
তাক্ক নাকুর তাক্ক নাকুর
টাক ডুমাডুম টাক।

এবং একবিন্দু জল পান না করে বছরের পর বছর যাবৎ তিনি
বেঁচে রয়েছেন। একইসঙ্গে বিজ্ঞানীদের সামনেও তিনি তাঁর
এই অবাক করা জীবন ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসা

পদ্ধতিকে কার্যত বোকা বানিয়ে ছেড়েছিলেন।
এই সময় তাঁর দাবি নিয়ে ভারত ও বিদেশে ব্যাপক
আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রশ্ন ওঠে, কোনও মানুষ কি
সত্যিই দীর্ঘ সময় খাবার ও জল ছাড়া স্বাভাবিকভাবে বেঁচে
থাকতে পারেন? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর উত্তর সত্যি মেলা
ভার। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের শরীর দীর্ঘ সময় খাবারের
অভাবে একাধিক শারীর বৃত্তীয় নেতিবাচক পরিবর্তন
অবধারিত ঘটতে পারে। আর জল ছাড়া তো দীর্ঘদিন বেঁচে
থাকাটাই একেবারে অসম্ভব। কিন্তু প্রহ্লাদ জানি তো আসলে
এইসিও বাঁধা ধরা অভাষ জীবন ধারার একেবারে উল্টো
স্রোতের বাসিন্দা। তাই তাঁকে নিয়ে উৎসাহিত বিশ্ববাসীর
কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এর উপর যজ্ঞ যুতাহতি দেওয়ার
মতো ২০০৬ সালে পৃথিবী খ্যাত জনপ্রিয় টিভি নেটওয়ার্ক
‘ডিসকভারি চ্যানেল’ তাঁর উপর যখন একটি তথ্যচিত্র
সম্প্রচার করে বসে, তখন তো তাঁর কটর সমালোচকদেরও
‘খোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া’র উপক্রম হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে
তিনি তৎকালীন সময়ে সমগ্র দুনিয়ার কাছে এক বিস্ময় মানব
হিসাবে পরিগণিত হোন একান্ত সম্ভিমায়া।

প্রহ্লাদ জানি কখনই সংসার ধর্ম পালন করেননি। তিনি
গুজরাটের অম্বাজি এলাকায় থাকতেন। ১৯৪০ সাল থেকে
টানা ৭৬ বছর তিনি কোনও ধরনের খাবার ও জল ছাড়াই
বেঁচে ছিলেন। এই চমকপ্রদ সাধক ২০২০ সালের ২৬ মে
মারা যান।

এটাও ঠিক, জল ও অন্ন স্পর্শ না করে দশক উর্ধ্ব জীবন
যাপনের উপকথা শুধু ভারতের প্রহ্লাদ জানির জীবন
গাঁথাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন সম জীবন উপন্যাসের জীবন্ত
আরব্য রজনীর উপমা পাওয়া যায় ইথিওপিয়ার আরও এক
যুবতীর জীবন আলোচ্যে। নামটি যে তাঁর মুলুওয়ার্ক
আমবওয়ে।

ইথিওপিয়ার মুলুওয়ার্ক আমবওয়ের কাহিনি আধুনিক
বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর এবং বিতর্কিত মানব জীবনের গল্প
হিসেবে পরিচিত পেয়েছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক
সংবাদমাধ্যমে তাঁর কথা ব্যাপকভাবে আচমকা ছড়িয়ে পড়ে।
মুলুওয়ার্কের দাবি, মাত্র ১০ বছর বয়সের পর থেকে তিনি
আর কোনও খাবার খাননি এবং জল পানও করেননি। অর্থাৎ
তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, আজ অবধি প্রায় ১৮ বছর ধরে
তিনি খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই জীবন কাটিয়ে চলেছেন অত্যন্ত
স্বাভাবিক পর্যায়ে। বর্তমানে তাঁর বয়স ২৮।

ইথিওপিয়ার ওই যুবতী জানান, তিনি যখন প্রায় ১০
বছরের কিশোরী, তখন একদিন স্কুলে যাওয়ার আগে তাঁর
জীবনে অভূত পরিবর্তন ঘটে। পরিবারের গুরুজন তাঁকে
সকালের খাবার খেয়ে স্কুলে যেতে বলেছিল। কিন্তু খাবার না
খেয়েই স্কুলে চলে যান। পরে বুঝতে পারেন, তাঁর আর
খাবারের প্রতি কোনও আগ্রহ বা খিদে অনুভব হচ্ছে না। এর
আগে তিনি শেষবারের মতো খেয়েছিলেন ইনজেরা ও
ডালজাতীয় খাবার। এরপর থেকে খিদে আর তৃষ্ণার
অনুভূতি আর কখনও তাঁর জীবনে ফিরে আসেনি বলেও
তিনি উল্লেখ করেন। প্রথম দিকে বিষয়টি নিজের কাছে পুরো
বিষয়টি অবাক লাগায় তিনি পরিবারের কাছেও প্রাথমিক
ভাবে গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারের
পরিজনেরা বুঝতে পারেন যে, তিনি সত্যিই আর খাদ্য আর
পানীয় কোনও অবস্থাতেই গ্রহণ করছেন না কখনই।

ঘটনাটি প্রথমবার ব্যাপক ভাবে ইথিওপিয়ায়
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ২০১৬ সাল নাগাদ। সে
সময় মুলুওয়ার্কের বয়স ছিল প্রায় ১৮ বছর এবং তিনি
প্রথমবারের মতো দাবি করেছিলেন যে, গত ৮ বছর ধরে
খাবার ও জল গ্রহণ করেননি। তাঁকে চিকিৎসকদের কাছে
নিয়ে যাওয়া হলে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষাও করা হয়
যথারীতি। কিন্তু তাঁর শরীরের এরকম অস্বাভাবিক আচরণ
দেখে ওই চিকিৎসকেরাও থ বনে যান।

পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর ঘটনা আরও বেশিমাাত্রায়
মানুষের কৌতূহলের কারণ হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালে ভ্রমণ
বিষয়ক মার্কিন ভিডিও নির্মাতা ড্রিউ বিক্সক্সি ইথিওপিয়ায়
গিয়ে মুলুওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর
পরিবার, প্রতিবেশী ও পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং
মুলুওয়ার্কের দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। মুলুওয়ার্ক
তখনও একই দাবি করেন নিজের সম্পর্কে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, মুলুওয়ার্ক পুরো
মাত্রায় একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারী ছিলেন। পরিবারের
জন্য রান্না করতেন, দৈনন্দিনের নিয়মিত কাজ করতেন এবং
সামাজিক জীবনও স্বাচ্ছন্দ্যে চালিয়ে যেতেন। এমনকি না
খাওয়া অবস্থাতে একটি সন্তানের জন্মও দিয়েছেন তিনি। এই
ইথিওপিয়ান রমণী খাবার রান্না করতে পারেন এবং অন্যদের
খেতে দেখলেও নিজের জন্য খাবারের তাগিদ মোটেও
অনুভব করেন না। মুলুওয়ার্কও অবশ্য প্রহ্লাদ জানির মতো
নিজস্ব মন থেকে বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের অলৌকিক
আশীর্বাদের জন্যই বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে তাঁকে এখন
আর জল ও অন্ন গ্রহণ করতে হয় না। ড্রিউ বিক্সক্সির ভিডিও
প্রকাশ্যে এলে মুলুওয়ার্কের এই অবাক করা খাদ্যহীন সহ
জলহীন জীবন যাপন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত
ট্রোল হয়ে যায় একেবারে ধুমকেতুর গতিতে।

অংশেয়ে বলতেই হয়, প্রহ্লাদ জানি এবং মুলুওয়ার্ক
আমবওয়ের দ্বিজ কাহিনী বিরল থেকে অতীব বিরল হলেও
এটিকে নিশ্চিত আলৌকিক ঘটনা হিসেবে না দেখে, বরং
অসাধারণ ব্যতিক্রমী মনুষ্য অধ্যায় হিসাবে পর্যালোচনা করাই
ভালো।

যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভীতি পড়ে যায় অতল
অনিচ্ছায়। জোয়ার এসে যায় প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গা ছকের
অসীম ইচ্ছায়। আর জগৎ জোড়ায় বিস্ময় জন্মী হয়ে যায় এক
ভিন্ন ব্যতিক্রমী জীবন অভিযোজনের সত্যতম সাক্ষ্যতে।



বৈজ্ঞানিক মহলে বিষয়টি নিয়ে কিছুতেই সংশয় কাটছিল না। কারণ চিকিৎসালয়ের ওই
পরীক্ষাটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পুনরাবৃত্ত পরীক্ষার যে কঠোর মানদণ্ডের
প্রয়োজন ছিল, তা আদৌ পূরণ করা হয়েছিল কিনা, সেটি নিয়েই এবার তাঁরা প্রশ্ন তুলে
দেন। একইভাবে সেই পরীক্ষার পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মত ভাবে
কিছুতেই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারছিলেন না। অতঃপর ২০১০ সালে প্রহ্লাদ জানিকে
আবারও চিকিৎসকদের একটি সংগঠিত দল পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণই
শেষমেষ তাঁকে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে আরও পরিচিত করে তোলে।

গৈরিক বর্ষের পোশাক না পরে লাল রঙের শাড়ির মতো
পোশাক পরতেন। মাথায় ফুল এবং বিভিন্ন অলংকার ব্যবহার
করতেন। সিঁথিতে পরতেন গাঢ় লাল রঙের সিঁদুর। এই
কারণেই ভক্তদের কাছে তিনি ‘মাতাজি’ বা ‘চুনরিওয়াল্লা
মাতাজি’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাঁকে ঘিরে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে
আশ্চর্যজনক দাবি ছিল, তিনি নাকি খাবার না গ্রহণ করেও
জল পান না করা অবস্থাতেই দীর্ঘদিন বেঁচে রয়েছেন বহাল
তবিয়েতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হলো, ‘কিশোর
বয়সে দেবী অম্বার আশীর্বাদ প্রাপ্তির পর আমার শরীরে
স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন একেবারে বন্ধ হয়ে
যায়। আমি নিজে হতবাক হলেও এটা ঠিক যে, কোনও এক
অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমার বেঁচে থাকার জন্য এক
রম্ভিও খাবার ও জল আর কখনই দরকার পড়েনি।’

তবে তাঁর এই দাবিকে সহজে মেনে নিতে সম্মত হননি
জীব বিজ্ঞানীরা সহ চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। তাঁদের
সকলের মতে, এটাই বৈজ্ঞানিক ভাবে চিরসত্য যে খাবার ও
জল গ্রহণ ব্যতীত মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি,
পুষ্টি ও বিভিন্ন জৈবিক উপাদান দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।
ফলে দীর্ঘ সময় ধরে খাবার ও জল ছাড়া মানুষের পক্ষে
কার্যত বেঁচে থাকার দাবি করাটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে
পুরোপুরি অবাস্ত্য।

এমনই দাবি ও পাষ্টা দাবির ব্যাপক দোলাচলে প্রহ্লাদ
জানি অচিরেই হয়ে ওঠেন প্রচারের আলোয় হাইপার
আইকন। দেশের নানা প্রান্তর থেকে বিদেশের নানা সমাজে
ছড়িয়ে পড়ে উনার জীবন ধারণের এ হেন অভূতপূর্ব কিসসা।
কিন্তু তাঁর সমালোচকেরাও নাছোড়বান্দা। তাঁদের মতে,
‘ওইসব শুধু মুখের কথায় বুজরুকি ছড়ালে চলবে না।
সত্যতা যাচাইয়ের জন্য চাই বাস্তব সম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা।’
উল্টো দিকে প্রহ্লাদ জানিও নিজের দাবিতে অবিলম্বে। সুতরাং
দুই পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া তুঙ্গস্পর্শী ধন্দের ধোঁয়াখা
মাতাজি আশ্চর্যজনক ভাবে কোনও প্রকার খাবার না খেয়ে

সুবীর পাল

আমরা তো হাজার হলেও মানুষ। পৃথিবীর একমাত্র সভ্য
জীব। তবে মানুষেরও যে একটা ‘কমন ফ্যাক্টর’ জৈবিক শর্ত
রয়ে গেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে। বিশ্বের সামগ্রিক জীব
জগতের খাদ্য ও জল গ্রহণের জাগতিক একমাবেদ্বিতীয়ম
দম্বরে। এটাই তো মানুষ সহ সমগ্র গড় প্রাণিকুলের সহজাত
প্রাকৃতিক নিয়ম। সূতরাং খাদ্য গ্রহণ বা জল পানের মতো
নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়গুলো ছাড়া আমরা বলতে মানুষেরা
আর বাঁচতে পারি কই? তাই না? ঠিক ঠিক। এ কথা তো লক্ষ
লক্ষ শতাংশ ঠিক।

কিন্তু কিন্তু কিন্তু! আমাদের জীবন অভিধানে ‘ব্যতিক্রম’
বলে আরও একটা শব্দ আছে যে বস্। এই দুনিয়ায় কিছু কিছু
মানুষ আছেন। যারা প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ তত্ত্বকে পুরোপুরি
খারিজ করে দিয়েছেন আপন ক্যারিশমায়। নিজস্ব শৈলীতে।
একেবারে এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডে। মানুষ যে না খেয়ে, না জল
পান করেও বেঁচে থাকতে পারেন একেবারে অনায়াস দিন
যাপনের মধ্যে দিয়ে, তা ভাবলে প্রকৃতই অবাক হতে হয়
সকলকে।

মিডিয়া ডেকে কোনও দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে লাগাতার
কয়েকদিন ভুক্ত হরতালের কথা এখানে বলা হয়নি।
একেবারে নিপাট খাদ্য গ্রহণের জৈবিক শর্ত উপেক্ষা করে
এবং ‘জল পান জীবন দান’ ডায়ালগকে কার্যত তুড়ি মেরে
এই ধরিত্রীতেই যে কিছু মানুষ বেঁচে বর্তে থাকতে পারেন
আর পাঁচটা সুস্থ আমজনতার মতোই, তা কিন্তু জানতে
পারলে সত্যিই আমাদের হতবাক হতে হয় বৈকি।

এরকমই এক বিস্ময়কর মানুষের নাম প্রহ্লাদ জানি।
অবশ্যই তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। গুজরাটের বাসিন্দা
ছিলেন। যিনি ‘মাতাজি’ বা ‘চুনরিওয়াল্লা মাতাজি’ নামেও
পরিচিত। এক হিন্দু সাধক হিসেবে এলাকার সবাই তাঁকে
চিনতেন। তাঁর দাবি ছিল, কৈশরকাল থেকে তিনি সাধারণ
খাবার ও কোনও রকমের পানীয় ছাড়াই বেঁচে ছিলেন। যদিও
তাঁর দাবিকে ঘিরে চিকিৎসকগণের এবং পর্যবেক্ষকদের মধ্যে
একদা তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রহ্লাদ জানির পুরো নাম ছিল প্রহ্লাদভাই মগনলাল
জানি। তাঁর জন্ম ১৩ আগস্ট ১৯২৯ সালে হয়েছিল
গুজরাটের মেহসানা জেলার চারডা গ্রামে। শৈশব থেকেই
তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের দিকে আকৃষ্ট হোন।
প্রচলিত জীবনী অনুযায়ী, খুব অল্প বয়সেই তিনি বাড়ি ছেড়ে
সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ জানি নিজেকে দেবী
অম্বার পরম ভক্ত হিসেবে পরিচয় দিতেন। সাধারণ সাধুদের